রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

ইচ্ছাশক্তি সাহিত্য পরিবারের সঙ্গে ফেসবুকে যুক্ত হতে
নিচের কিউআর (QR) কোডটি স্ক্যান করুন...-

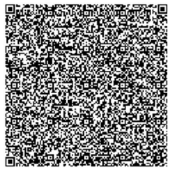

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

মোঃ নাছিম প্রাং সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ	১০ মার্চ ২০২৪ইং
©	সম্পাদক ও কবি
প্রচ্ছদ	মোঃ নাছিম প্রাং
প্রকাশক	মোঃ নাছিম প্রাং ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী মোবাইল: ০১৭৫৫-২৭৪৬১৪ E-mail: ichchashakti22@gmail.com
কম্পোজ	এন.এস কম্পিউটার্স
অনলাইন পরিবেশক	Rokomari.com
পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান	ইচ্ছাশক্তি সাহিত্য পরিবার ডুয়েট গেট, জয়দেবপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা E-mail: ichchashakti22@gmail.com মোবাইল: ০১৭৫৫-২৭৪৬১৪, ০১৯৭৫-২৭৪৬১৪
মূল্য	৩১০ টাকা মাত্র
Poetry Fair	Published by Ichchashakti Prokashoni
We are the best	34 Banglabazar, Dhaka-1100
	Price: BD **Tk. 310**
	ISBN- 978-984-35-6221-0

মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ/নগদ পেমেন্টের মাধ্যমে ঘরে বসে বই পেতে
যোগাযোগ করুনঃ ০১৭৫৫-২৭৪৬১৪, ০১৯৭৫-২৭৪৬১৪

ইচ্ছাশক্তি সাহিত্য পরিবার

শিক্ষার সাথে আগামীর পথে

ইচ্ছাশক্তি সাহিত্য পরিবারের পাক্ষিক অনলাইন
ই-ম্যাগাজিনে লেখা প্রকাশের নিয়মাবলি-

E-mail: ichchashakti22@gmail.com

উ ৎ স র্গ

১৯৫২ ও ১৯৭১ সালে, ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল বীর শহীদদের প্রতি। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি আমরা একটি ভাষা ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড।

সম্পাদকীয় কিছু কথা-

আসসালামু আলাইকুম। কবি সাহিত্যিক শিল্পী তথা বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশ ও সাহিত্য- চর্চার এক অনন্য মেল বন্ধন "ইচ্ছাশক্তি সাহিত্য পরিবার" প্লাটফর্মটি। কতিপয় মহৎ প্রাণ ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও প্রেমময় সন্দীপনায় এই প্লাটফর্মটি হাটি হাটি পা পা করে আজ দেড় বছরে পদার্পণ করলো। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা মেধা মনন বিকশিত করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীল অবদান রেখে আসছেন, প্লাটফর্মটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এবং পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের-কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। উল্লেখ্য, "কবিতার মেলা আমরাই সেরা" আমাদের দ্বিতীয় সংকলন। আমাদের প্রকাশিত এই সংকলনটিও সকল কবি এবং লেখকদের সমুদ্দীপ্ত করবে - এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্লাটফর্মটি দীর্ঘপরিক্রমায় অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে আজ স্বপ্নময় সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছে। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় "ইচ্ছাশক্তি সাহিত্য পরিবার" প্লাটফর্মটির মান ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে; আগামীতেও হবে ইল্লাল্লাহ। ইতোমধ্যে আমাদের কিছু প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরো অনেক আশা আমাদের পূরণ হবে বলে আমি আশাবাদী। এই প্লাটফর্মটি একটি সর্বোচ্চ অনলাইন প্লাটফর্ম হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন লালন - পালন করি আমরা। সবার প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা কার্যকরী পরিষদে আমাদের সহযোদ্ধা হিসাবে আলোকিত! যারা সাহিত্য প্রেমী, তারা প্লাটফর্মটিকে ভালোবেসে অগ্রণী করে তুলেছেন। আপনাদের প্রতিদিনের সুন্দর ও গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। সকলের মঙ্গল এবং সু-স্বাস্থ্য কামনা করি। আশা করি আগামীতে এভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ।

"কবি সাহিত্যিক শিল্পী-রাই তো সৃষ্টি করেন নতুন পৃথিবী !"

মোঃ নাছিম প্রাং
প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক
ইচ্ছাশক্তি সাহিত্য পরিবার

কাব্যগ্রন্থটিতে যেসকল কবি/লেখকদের কবিতা থাকছে... ০১

০০২০২২০১০০

০০২০২২০৬৮৫

০০২০২২০৭৯৯

০০২০২২০২৫০

০০২০২২০৩২১

০০২০২২০৬৭৭

০০২০২২০৭৩১

০০২০২২০৫৬৫

০০২০২২০৬৬৮

০০২০২২০৬২০

০০২০২২০৪৯৪

০০২০২২০৮১৭

০০২০২২০৬৪২

০০২০২২০২৮২

০০২০২২০৩৯৪

০০২০২২০৬৬৪

০০২০২২০৮১০

০০২০২২০১৩০

০০২০২২০৬৬০

০০২০২২০৪৯৯

০০২০২২০৪৫৯

০০২০২২০৭৯৩

০০২০২২০৮০৯

০০২০২২০৩৭৫

০০২০২২০৪০৪

কাব্যগ্রন্থটিতে যেসকল কবি/লেখকদের কবিতা থাকছে... ০২

০০২০২২০৬৯৫

০০২০২২০৭৭৩

০০২০২২০৬৩৯

০০২০২২০৭৭৮

০০২০২২০৬৬৮

০০২০২২০৮১৬

০০২০২২০৬৯০

০০২০২২০৬৩৭

০০২০২২০২২৯

০০২০২২০৬৯২

০০২০২২০৫৯৫

০০২০২২০৭৯২

০০২০২২০২৩৪

০০২০২২০৭৮৪

০০২০২২০৬৫৪

০০২০২২০৮২৪

০০২০২২০৮২৩

০০২০২২০৫৬৪

০০২০২২০২৮৪

০০২০২২০১৭৩

০০২০২২০৮১৪

০০২০২২০০০১

০০২০২২০৮২৬

০০২০২২০১৮৫

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

সূচিপত্র-১

কবির নাম	পৃষ্ঠা নং
মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম	১০
লাবিব হাসান	১১ – ২৩
আরফাতুল ইসলাম	২৪, ২৫, ২৬
ওয়াসিম হোসেন রাহাদ	২৭, ২৮
মোঃ নূরুল আলম বখতিয়ার	২৯, ৩০, ৩১
মোঃ নুরুল ইসলাম জীবন	৩২, ৩৩
এস কে বিশ্বাস	৩৪ – ৪৩
মোঃ আহমাদুল হক	৪৪ – ৫৩
মোঃ হুসাইন আহমদ জুবায়ের	৫৪
মোঃ ওসমান গণি	৫৫ – ৫৯
আল আমিন গাজী	৬০
সাদিয়া ইসলাম রিফা	৬১, ৬২
এম শামছুল ইসলাম সুহেব	৬৩, ৬৪
প্রবীর রায়	৬৫
এস এম আবদুচ ছালাম আজাদ	৬৬ – ৬৯
আব্দুস সাত্তার সুমন	৭০, ৭১
শেখ মোমতাজুল করিম শিপলু	৭২, ৭৩
এস এম জাকারিয়া	৭৪, ৭৫, ৭৬
হিতলাল দাস	৭৭, ৭৮
মোঃ সাইমুম হাসান মেহেদী	৭৯
মোঃ নাসির উদ্দিন আকন্দ	৮০
সৈয়দ কামরুল হাসান	৮১ – ৮৫
জোবায়েদুল ইসলাম তারেক	৮৬, ৮৭, ৮৮
শিল্পী বোরহান উদ্দীন	৮৯ – ৯৩
মোঃ শাকিল ইসলাম	৯৪

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

সূচিপত্র-২

কবির নাম	পৃষ্ঠা নং
সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি	৯৫ – ৯৯
শামীমা বেগম	১০০
মোঃ ইশতিয়াক আহাম্মেদ	১০১
এস.এন.ভি	১০২
আসিফ সওদাগর	১০৩
কাজী ইমাম হোসেন	১০৪
খন্দকার মারজুক	১০৫, ১০৬
মোঃ সুমন হোসেন	১০৭ – ১১০
এস.এম জাহাঙ্গীর আলম	১১১ – ১১২
নুরুল আলম	১১৩ – ১১৭
আনাচ বিন হোছাইন	১১৮ – ১২২
মোঃ সাগর ইসলাম মিরান	১২৩
সাবিহা শবনম	১২৪
হা.ক্বারী মঈন উদ্দিন	১২৫
নিকুঞ্জ সূত্রধর	১২৬
শ্যামল চন্দ্র রায় (শঞ্জু)	১২৭, ১২৮
মোঃ আনোয়ার হোসেন	১২৯
চাইহ্লাপ্রু খেয়াং	১৩০, ১৩১, ১৩২
দেলোয়ার হোছাইন	১৩৩, ১৩৪
আব্দুল হাইয়্যুল	১৩৫
মোঃ জুবায়ের শেখ	১৩৬, ১৩৭
মোঃ নাছিম প্রাং	১৩৮ – ১৪১
তপন কুমার ঘোষ	১৪২
বেলাল হোসাইন	১৪৩, ১৪৪

অজুহাত

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম
সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০১০০

অজুহাত ছিল আছে আরো বহু থাকবে,
অজুহাতে জীবন নষ্ট একদিন তুমি কাঁদবে।
ইতিহাস গড়ে যারা তারা অজুহাত দেয় না,
অজুহাত তোমাকে ব্যর্থতা দিবে আর কিছু দিবে না।
সমস্যা ছিল তাই লেখাপড়া করি নাই,
বড় বড় বুলি আওড়াই অথচ ভালো চাকরি চাই।

প্রযুক্তির এই যুগে আমার ভালো জ্ঞান নাই,
তর্ক করি আমি বড় কাজ বড় টাকা কামাতে চাই।
কোথায় দক্ষতা শিখব কেউ সাহায্য করে নাই,
মামা চাচা ছিল ওদের ওরা তাই এগিয়ে গেছে ভাই।
আমার তো সমস্যার শেষ হলো না,
আসলে আমার ভাগ্যই যে ভালো না।

আজকের কাজ না হয় কাল করব বলে ফেলে রাখি,
সাথের মানুষেরা কাজ করে সফল হয়ে গেছে
আমার কাজ আজও রয়েছে বাকি।
এটা নাই ওটা নাই কত অজুহাত জানি অভিনয়,
চেষ্টা শ্রম দিতে করি নানা ভান ভনিতা করি আমি ভয়।
এই কাজ সেই কাজ বড় কঠিন মনে হয়,
বারবার হয়েছি ব্যর্থ আমি কেমনে পাবো জয়।

আছে হতাশা আছে ব্যর্থতা আছে না পাওয়ার দুঃখ কষ্ট,
ভুল থেকে নেইনি শিক্ষা ভুল পথে হেঁটে জীবনটা করেছি নষ্ট।
এই কাজ সেই কাজ এত যদি সহজ হত তাহলে সবাই কেন পারে না,
অলসতা ব্যর্থতা ভয় অজুহাত কেন আমাকে ছাড়ে না।
সকল অজুহাতকে না বলে এসো ভালো কাজ করি,
হতাশা ব্যর্থতা দূর করে সফলতায় এসো সকলে জীবন গড়ি।

স্বদেশ প্রেম

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

লাল সবুজের বাংলাদেশে
জন্ম আমার ভাই,
ভিনদেশী গান গাই না আমি
আপন দেশের গাই।

বাহির দেশের সংস্কৃতিতে
নই যে আমি মত্ত,
হাসি কান্না সুখে দুঃখে
স্বদেশ প্রেমের ভক্ত।

সালাম জানাই শ্রদ্ধা ভরে
শহীদ যারা হলো,
নব বাংলা পড়তে গিয়ে
প্রাণটা সঁপে দিলো।

সোনার বাংলার সোনার ছেলে
গর্ব আমার তাই,
বাংলা মায়ের মাটির গন্ধে
শান্তি খুঁজে পাই।

আবার যদি প্রাণ দিতে হয়
দেশের তরে লড়তে,
বাংলা মাকে রক্ষা করতে
রাজি আছি মরতে।

মাতৃভাষা

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

মায়ের মুখের মিষ্টি ভাষা
মিষ্টি তাহার বচন,
মায়ের ভাষা ভালো পারে না
আছে ক'জন এমন?

মায়ের থেকে যাহা শিখি
ইহাই মাতৃভাষা,
এই ভাষাতেই প্রকাশ করি
আবেগ মনের আশা।

দিনে দিনে যাচ্ছে ক্ষয়ে
মাতৃভাষার গৌরব,
কেমন জানি হচ্ছে বিলীন
মাতৃভাষার সৌরভ।

কত জীবন কত মানুষ
ভাষার তরে কুরবান,
তাদের রক্তের প্রতিদানে
দিচ্ছি কি ঠিক সম্মান।

চলো সবে আঁকড়ে ধরি
মাতৃভাষার প্রাণ,
ভিনদেশী গান বাদ দিয়ে
গাই স্বদেশের গান।

তুমি রহমান

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

কত সুন্দর সৃষ্টি তোমার
পর্বত রাজি নালা,
ভাসছে দ্যুলোক মাথার পরে
যাহার নাই কোন পালা।

কি যে মহিম সৃজন তব
চন্দ্র সূর্য তারা,
ভূলোক মাঝে করলে জারি
ঝর্ণা নহর ধারা।

সৃজিলা যে হিমেল পবন
আরও মিষ্টি রাত,
রাত্রি শেষে আঁধার কেটে
ফুটাও রঙিন প্রভাত।

শর্বর রাতে শশীর হাসি
ভুবন আলোময়,
দিবস ভরে রবির দীপ্ত
সৃষ্টি কূলের জয়।

রহম ঘেরা মায়া ভরা
তুমিই শ্রেষ্ঠ নীড়,
তব শোকর করতে আদায়
করি নত শির।

সৃষ্টির তরে কল্যাণ কামে
কর বৃষ্টি দান,
তোমার দয়ার নাই যে সীমা
প্রভু তুমি রহমান।

মায়ের পরশ

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

অর্ধ বছর কেটে গেল
হয়নি ফেরা মায়ের বুকে,
পরান কান্দে অশ্রু ঝরে
সময় কাটে তিক্ত দুঃখে।

তাহার মায়া তাহার কায়া
ভাসে আমার চোখে মুখে,
একটু পরশ পেলে তাহার
হৃদয় নাচে আকুল সুখে।

হয় না শোনা খোকন রতন
এমন শত মধুর বুলি,
তাহার মতো সোহাগ মেখে
লয়না কেহ বুকে তুলি।

ঠোঁট দুটো তার হাসে যখন
মুক্ত দানা পেখম মেলে,
দুঃখ কষ্ট মনের ব্যথা
সব ভুলে যাই তাকে পেলে।

মুখ খানা তার মলিন হলে
জীমূত জমে আকাশ কোণে,
কালো মেঘের ছায়া যত
জুড়ে বসে আমার মনে।

ছত্রভঙ্গ

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

ভীতি হীনা দৃঢ় মনে
হকের কলম আঙ্গুল ডগায়,
রবের হুকুম দ্বীন প্রতিষ্ঠা
সবুজ শ্যামল পৃথিবী ধরায়।
রিক্ত দিলে তৃপ্ত আশা
সিক্ত হওয়া মনোবল,
নিধন পতন স্কন্ধে প্রভুর
মৃত্যুই বাস্তব ফলাফল।
গণতন্ত্রের গ্যাঁড়াকলে
দেশটা হলো রসাতল,
শাসক নামে শোষক হল
ন্যস্ত যাদের হস্ত দল।
স্বৈরাচারের ভয়াল থাবায়
কারা বদ্ধ সংস্কৃতি,
উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসীম লোভে
নোংরা হল রাজনীতি।
সভ্যতারই আধুনিকতায়
বিনষ্ট প্রায় প্রকৃতি,
ধর্ম কর্ম যে টুক ছিল
তাতেও আবার বিকৃতি।
ইসলাম ধ্বংসে শাহবাগিরা
তুলছে সাপের ফণা,
বিষে ভরা কৌশল তাদের
যেন কুকুর ছানা।
পাঠ্য বইয়ে শুরু হলো
বিবর্তন আর জেন্ডার মেলা
ফ্যাসিস্ট সরকার চূড়ায় বসে
খেলছে দাবা খেলা।

নবী প্রেম

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

রসুল প্রেমের আশেক আমি
আশেক নবীর শানে,
মনটা সদা থাকে পড়ে
রওয়া পাকের পানে।

ওই মদিনার অলি-গলি
হৃদয় পটে গাঁথা,
তোমায় দেখার স্বপ্ন বুনি
মনে বড় ব্যথা।

আশায় থাকি প্রতি প্রহর
স্বপ্ন করি লালন,
তোমায় পাওয়ার ঔরস জাতে
হবে কি হজ্জ পালন।

মন পিঞ্জিরায় রাখি তোমায়
সাজাই ফুলের বাহার,
তোমায় দেখার তর সহেনা
প্রাণটা নাছোড় আমার।

হৃদ মাঝারে তোমায় আঁকি
অতি যতন করে,
মন দেয়ালে তব ছবি
রাখছি আপন করে।

সবুজ গম্বুজ দেখার লাগি
দিলটা পাগল পাড়া,
তার কিনারে পড়তে দরুদ
দিতে একটু সাড়া।

অন্তর আমার ব্যাকুল বেশে
সুখের স্বপ্ন বুনে,
মিলবে কবে তোমার দেখা
সে আশায় দিন গুনে।

তোমার প্রেমে হৃদয় আমার
ভালোবাসায় মাখা,
স্বপ্ন লোকে একবার হলেও
দিও মোরে দেখা।

রোজ হাশরে রহম করে
দিও কাউসার পানি,
শাফায়াতে হাতটি ধরে
দিও করম ছানি।

মুক্ত করো

লাবিব হাসান
কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

ফিলিস্তিনের জমিন জুড়ে
হচ্ছে মুসলিম নির্যাতিত,
নর পিচাশ জালিমরা সব
করছে তাদের নিপীড়িত।

ধরার মাঝে তাদের লাগি
দুষ্কর থাকা জীবিত,
সকাল বিকাল হচ্ছে তারা
মৃত্যু মুখে ধাবিতো।

কোলের শিশু দুধের বাচ্চা
তারাও মজলুম আঘাত প্রাপ্ত,

অবুঝ শিশুর কান্নার ভারে
আকাশ বাতাস প্রকম্পিত।

কাফেররা সব হরহামেশ
করছে জুলুম ক্রমাগত,
টিকে থাকার চেষ্টা করছে
হামাসবাসী সাধ্যমত।

হতাশ হয়ে নৈরাশ মনে
এখন তারা বিচলিত,
বিশ্ব হতে সনদ পাওয়া
এই বিষয়ে আশাহত।

অত্যাচারের জবাব দিতে
প্রাণটা তাদের ওষ্ঠাগত,
সাহায্যের হাত খুব প্রয়োজন
এখন তাদের আপাতত।

মজলুম ভাইদের পাশে থেকে
করো তাদের আশ্বস্ত,
ঈমান দাবী পূর্ণ করতে
বজায় রাখো বিশ্বস্ত।

জুলুমবাজির বিনাশ করতে
দূর করে দাও দাসত্ব,
অত্যাচারের শিকল ভেঙে
মুক্ত করো বন্দিত্ব।

হাতে শমশির মুখে তাকবীর
দেখাও তোমার বীরত্ব,
কাফেরদেরকে বুঝিয়ে দাও
প্রকাশ করো শক্তিত্ব।

ব্যর্থ স্বাধীনতা

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

কেন দিয়েছি রক্তের নদী
কেন দিয়েছি প্রাণ?
কেন করেছি উৎসর্গ সবি
কেন জান কুরবান?

কেন কাঁদিল আমার জননী
কেন কাঁদিল বোন?
রক্তমাখা সেই স্মৃতি
ভুলা কি যায় কখন?

কেন কাঁদি হারিয়ে স্বজন
কেন দুঃখী মন?
কেন শূন্য মায়ের বুক
কোথায় সেই রতন?

কেন সয়েছি ক্ষুধার তাড়না
কেন সয়েছি নিপীড়ন?
কেন সয়েছি দিশেহারা জুলুম
অকাতরে সেই নির্যাতন?

আমার ভাইয়ের রক্তে কেনা
সবুজ এই বাংলাদেশ,
পরতে পরতে চলছে দুর্নীতি
স্বাধীনতার মান শেষ।

শহীদ যোদ্ধারা জেগে ওঠে
যদি প্রশ্ন করে,
কি জবাব দেবে তাদের
কখনো কি দেখেছো ভেবে?

ভিটে হারা সেই শোক
বিরহ বেদনা দুঃখ
কলিজায় হানে আঘাত,
অন্ধকারের ছায়া ঠেলে
অশুভ রাত দূর করে
ফুটবে কবে প্রভাত?

চলো সবে করি পণ
কুরবান হোক মম জীবন
স্বদেশের ভালোবাসায়,
ঝেড়ে ফেলে কলুষিতা
আঁকড়ে ধরি স্বাধীনতা
স্মরণে আঁকি গর্বগাথায়।

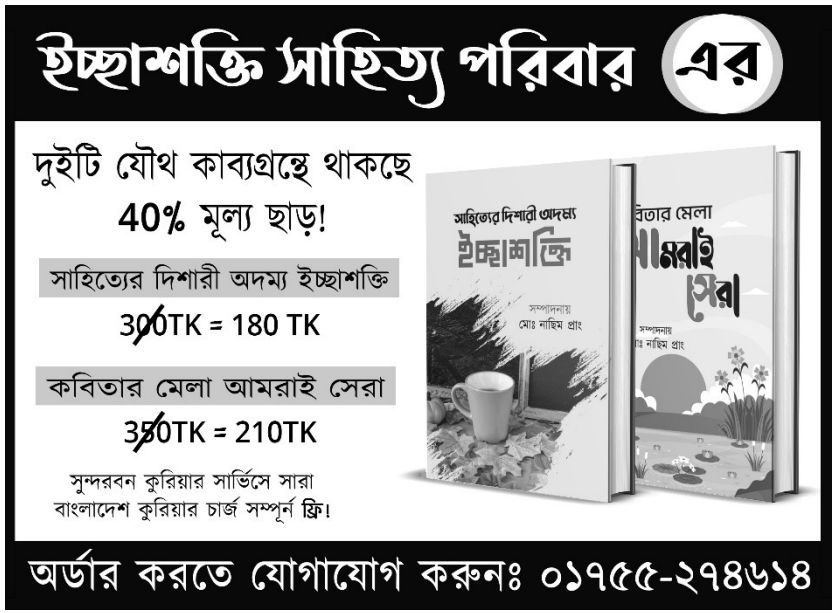

সূর্য হতে শিক্ষা

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

আরশ তলে গগন বুকে হাসছে দেখো সূর্যটা
কেমন করে করছে পালন তাকে দেওয়া দায়িত্বটা।
যতই আসুক কঠিন বাধা
যতই কেউ করুক ধাধা
এক মনে সে চলছে আজও সঠিক রেখে লক্ষ্যটা।

তাহার মত গড় জীবন রুটিন মাফিক চলো
যাত্রা পথে কর্মঠ হতে তাকে করো ফলো।
জীবন চালাও পরিপাটি
নয়তো সব হবে মাটি
লক্ষ্য পানে হাঁটবে তুমি যতই হোক রাস্তা কালো।

সব হালতে চলতি পথে বুদ্ধি খাটাও সূক্ষ্ম
জীবন মেলায় সফল হবে ইহাই আসল লক্ষ্য।
ঝেড়ে ফেলো ক্লান্তি সব
ভুলে যাও ভ্রান্তি সব
মনের মিনার তৈরি করো মুছে সব দুঃখ।

মাটির পাঁচালী

লাবিব হাসান

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৮৫

মহৎ গুণের শীর্ষে যে জন
ধৈর্য তাহার নাম,
ধৈর্য ছাড়া লক্ষ্য কভু
হয় না সফল কাম।

ধৈর্য একটু তেতো হলেও
মিষ্টি মেওয়া ফলে,
ধৈর্য শিখতে আমায় দেখো
আঁখি দুটো মেলে।

সৃষ্টির তরে করতে সেবা
দেই যে পেতে বুক,
যতই কেহ করুক আঘাত
তবুও থাকি চুপ।

ইচ্ছে যবে হয় তোমাদের
আমায় কর ক্ষত,
কষ্ট হলেও ধৈর্য ধরি
থাকি আমি নত।

অর্থ কড়ি টাকা পয়সা
হলে একটুখানি,
এমন ভাবে চলো ভবে
যেন তুমি জ্ঞানী।

দালান সাজাও মনের
সখে জমিজমা মেপে,
ইট পাথরের ওজন যত
প্রত্যেক প্রাণীর মৃতদেহ
পুঁতে রাখো কোথায়?
আমি বিনে আর কে রাখে?
বলো একটু আমায়।

সৃষ্টি কূলের শুরু হতে
আজও আছি টিকে,
শেষ পর্যন্ত আমিই রবো
ধ্বংস বাকি সবে।

আমার বুকে আসলো কতো
রাজা বাদশা ধনী,
কেউ তো রয়নি ধরার মাঝে
চলে গেছে জানি।

দম্ভ ভরে অহং করে
আমার বুকে চলতো,
জুলুম শোষণ আঘাত করে
শাসক দাবি করতো।

দাপট বড়াই ক্ষমতা আর
পদের মোহে পড়ে,
অন্যের উপর সারা জীবন
মরলো জুলুম করে।

কবিতার বাকী অংশ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাতে দাও চেপে।
তাদের কেহ এখনো কি
জিন্দা ভবের বুকে?
সব ভুলে হায় তোমরা কেন
মেতে আছো সুখে।

রঙের বেলায় হেলায় খেলায়
আছো সবে মত্ত,
বুঝবে যেদিন করবে আফসোস
লাভ হবে না সত্য।

কিসের মায়ায় কিসের কায়ায়
আসো তোমরা ডুবে,
ছাড়তে হবে এই দুনিয়া
ডাকবে যখন রবে।

আমার মাঝেই ফেলে রাখো
আবর্জনা যত,
মুখটি বুজে সহ্য করি
বিরোধ করি নাতো।

সোনার ফসল মিষ্টি ফল মূল
আরো কত ফুল,
কত কিছু বিলি করি
যার নাই কোন তুল।

অন্যের সেবা করি সদা
প্রাণটা উজাড় করে,
যাহা কিছু করি আমি
সবি রবের তরে।

উদার মনের মালিক আমি
ক্ষোভ পুষি না তাই,
উদারতা শিখো যদি
শান্তি পাবে ভাই।

জীবন গড় গাছের মত
নত হতে শিখো,
বিনয়ী হও আমার মত
ধৈর্য গায়ে মাখো।

সময় থাকতে ফিরে আসো
ছাড়ো ভবের পিছু,
বেলা শেষে হতাশ হয়ে
পাবে নাতো কিছু।

পরিশেষে আমার বুকে-ই
হবে তোমার দাফন,
বলো দেখি আমি ছাড়া
আর কে আছে আপন।

মরার আগে ভেবেচিন্তে
ঈমান করো খাঁটি,
নয় তো তোমার শত্রু হবো
স্বয়ং আমি মাটি।

শান্তির বাণী

আরফাতুল ইসলাম
ঈদগাঁহ, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯৯

কোরআন পড়ো প্রভুর ধারে
শান্তি যদি চাই,
কোরআন বিনা শান্তি কোথাও
এই ধরাতে নাই!

কোরআন হলো সঠিক বাণী
এতে রবের কথা,
পড়লে কোরআন মনে প্রাণে
দূর হবে সকল ব্যথা!

মুমিন তুমি বান্দা প্রভুর
প্রিয় নবীর উম্মত,
নবীর শানে পড়লে দরুদ
পাবে তুমি রহমত!

নামাজ রোজা হজ্জ যাকাত
করলে আদায় সবে,
আপদ বিপদ মুসিবতে তোমার
সদা প্রভু রবে!

ওগো মালিক কবুল করো
আমার এই দোয়া,
দাও গো মোরে তোমার দিদার
রহমতের ছোঁয়া!

আমার মায়ের ভাষা

আরফাতুল ইসলাম
ঈদগাঁহ, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯৯

বাংলা ভাষার তরে যারা
দিলো ঢেলে প্রাণ!
লাল-সবুজের পতাকাতেই
পাই আজও তার ঘ্রাণ।

ভাষার তরে যুদ্ধ করে
এনেছিল স্বাধীনতা!
বীর বাঙালির কথা ভুলে
করেছি আজ নীরবতা।

২১ ফেব্রুয়ারিতে মনে পড়ে
সেই শহীদের কথা!
সন্তান হারা মা জননীর বুকে
বেজে ওঠে সেই-সে ব্যথা।

কত বীর রক্ত দিল
মাতৃভাষা'র তরে!
আজও তা শুনতে পাই
বাংলা মায়ের ঘরে।

বীর বাঙালির সন্তানেরা
মোদের অহংকার!
জন্মভূমি মাতৃভূমি তোমার
আমার সবার অলংকার।

ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে
রঞ্জিত হলো এদেশ!
ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীন ভাষা
দিয়েছে অপূর্ব বাংলাদেশ।

শরিফ থেকে শরিফা

আরফাতুল ইসলাম
ঈদগাঁহ, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯৯

সমাজ এখন বদলে গেলো
বলতে লাগে শরম,
শুনেছি মুখে লোকের কাছে
পাথর হলো নরম!

শরিফ থেকে শরিফা হলো
এটা কেমন কথা,
ফাউল কথা শুনলে মাথায়
লাগে ভীষণ ব্যথা!

শেয়াল যদি মোরগ সাজে
মানবে নাতো লোকে,
ছেলে থেকে মেয়ে হলো
কেমনে বলো মুখে!

মোদের ঈমান ধ্বংস করতে
এটাই তাদের ফাঁদ,
সেই পড়াতো লাগবে না ভাই
দিয়ে দিব বাদ!

বইয়ের পাতায় এমন জ্ঞান
আগে নাহি ছিল,
কোন যুক্তিতে এমন জ্ঞান
বইয়ের পাতায় এলো!

প্রাণের বিনিময়ে বিজয়

ওয়াসিম হোসেন রাহাদ
পাবনা সদর, পাবনা, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০২৫০

১৯৭১ সালের
১৬ই ডিসেম্বর,
বিজয় পেয়েছে বাঙালী
মাতৃভাষার তরে।

বিজয়ের বিনিময়ে দিতে হয়েছে
লক্ষ মানুষের প্রাণ,
বিশ্ব মানচিত্রে তাই ঠাই পেয়েছে
স্বাধীন বাংলার স্থান।

ওহে বিজয় তুমি হাঁসালে কত
বৃদ্ধ, কিশোর আর শ্রমিকদের,
ওহে বিজয় তুমি হাঁসালে
লক্ষ মায়ের বীর সন্তানদের।

লক্ষ শহীদের তপ্ত রক্তের
বিনিময়ে আঁকা,
আকাশ পানে উড়ন্ত সেই
লাল-সবুজের পতাকা।

এই বিজয়, অহংকার
আর গৌরবের,
সেদিন বাঙালিরা সূচনা
পেয়েছিল নব জীবনের।

এই বিজয়, এক সাগর
রক্তের বিনিময়ে বিজয়,
এই বিজয়, ৩০ লক্ষ শহীদের
প্রাণের বিনিময়ে বিজয়।

আমার গ্রাম

ওয়াসিম হোসেন রাহাদ
পাবনা সদর, পাবনা, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০২৫০

আমার গ্রাম, সবার গ্রাম
সৌন্দর্য মণ্ডিত লীলাভূমি,
গ্রামে করি বসবাস আমি
গ্রামই প্রিয় জন্মভূমি।
প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙে
মোরগের মিষ্টি ডাকে,
এক মুঠো সোনালী রৌদ্র
উঁকি দেয় জানালার ফাঁকে।
ক্লান্ত দুপুরে মাঠের লগ্নে
গাছের তলায় কি সুন্দর ছায়ায়,
কৃষকেরা জিরান পোহায়
দক্ষিণা বাতাসের মায়ায়।
নিঝুম রাতে কানে আসে
ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ,
বাগানে গেলে শুনতে পাই
কিচিরমিচির কুচকাওয়াজ।
আমার গ্রামে দেখি আমি
কত শত ফুল-ফল,
মাঠে মাঠে আরো দেখি
কত রকম মৌসুমি ফসল।
ভাটিয়ালী পল্লী গানে
মুখরিত হয়ে ভাসি,
গরু চড়ায় আর মধুর সুরে
রাখাল বাজায় বাঁশি।
আমার গ্রামের প্রেমে পরে
দূরে থাকলেও বার বার ফিরে আসি,
আমার গ্রামকে আমার থেকেও
আমি সত্যিই ভালোবাসি!

রসের পায়েস

মোঃ নূরুল আলম বখতিয়ার
উজিরপুর, বরিশাল
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩২১

চুলার পাশে বসিনা আর
খাইনা সাজের পিঠা,
মায়ের হাতে দেখিনা আর
পাইনা খেজুর মিঠা।

দাঁড়িয়ে আছে খেজুর গাছ
নেইকো রসের হাড়ি,
জড়িয়ে আছে শুকনো ডগা
ছিন্ন খেজুর বাড়ি।

রসের পায়েস হয়না এখন
হয়না রসের পিঠা,
রাতের খায়েশ পায়েস যখন
বায়না রসের মিঠা।

ঝোলা গুড়ে মাখিয়ে রুটি
খেতে বেজায় মজা,
দানা গুড়ে মাখিয়ে মুড়ি
কুড়মুড়ে দাঁত তাজা।

সুতা বেয়ে নামেনা এখন
ভরেনা ছোট হাড়ি,
শালিক পেঁচা বসেনা এখন
বাদুড় ছেড়েছে বাড়ি।

খেজুর গাছে নেই-কো খেজুর
রস শুকিয়েছে কবে
মিষ্টি খেজুর, রসের পায়েস
ভাগ্যে কি আর হবে!

ব্যাস্ত শহর ঢাকা

মোঃ নূরুল আলম বখতিয়ার
উজিরপুর, বরিশাল
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩২১

ঢাকার রাস্তা অল্প ফাঁকা
চলার পথটি গল্প মাখা,
হোক সেথা আঁকাবাঁকা
রঙিন চশমার রঙিন দেখা।

লাল-নীল বাতিগুলো ঝলমল
টাইলস ঘেরা বাড়িগুলো টলমল,
উঁচুনীচু উঁকি মারে আকাশে
সুখ শান্তির হাতছানি বাতাসে।

বহুতল ভবনের শহর ঢাকা
বহুতল রাস্তার বহর দেখা,
জনবহুল এমন শহর ঢাকা
যানজট ব্যস্ত শহর ঢাকা।

জাতীয় সংসদ, জাতীয় জাদুঘর
জাতীয় স্টেডিয়াম, জাতীয় খেলাঘর,
বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মহিলা সমিতি মঞ্চ।

মেট্রোরেলে চড়ে এ প্রান্ত ও প্রান্তে
শান্তিময় ভ্রমণ এলো দ্বারপ্রান্তে
মসজিদের শহর মন্দির প্যাগোডায়
গির্জাসহ আছে সব উপাসনা লয়।

নতুন কলি

মোঃ নূরুল আলম বখতিয়ার
উজিরপুর, বরিশাল, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩২১

আত্মীয় বলি বন্ধু বলি
অতি আপনজন,
পুরান হাতে নতুন কলি
গতি স্ফুরণ।

এমনি করে লিখে দিবেন
জীবন ইতিহাস,
নতুন দিনের তরুণ বিবেক
নিয়ন পূর্বাভাস।

চোখ থাকিতে দেখে না কেউ
চিত্র বাস্তবতা,
চোখ এড়িয়ে থাকেনা তাই
কঠিন কৃত্রিমতা।

মুখ লুকিয়ে থাকতে গিয়ে
হারিয়ে পথের দিশা,
মুখ থুবড়ে পড়বে শেষে
ভাঙ্গবে মনের আশা।

চাইবে তবু নতুন দিনের
নতুন সূর্য রেখা,
পাইবে তখন যুগ যুগান্তের
স্বর্গ সুখের দেখা।

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

মোঃ নুরুল ইসলাম জীবন
চিলমারী, কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৭৭

শত সহস্র সাহসীদের আত্মত্যাগে
বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা পেয়েছ বেশ,
কখনও মাথা নোয়াবার নয়
রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ।

দুঃখিনী মায়ের বুকফাটা চিৎকার ও গড়াগড়ি
ধূলিসাৎ হয়েছে পবিত্র মাথার কেশ,
হাজারো ত্যাগ তিতিক্ষায় অর্জিত হয়েছে
রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ।

বাঙ্গালীর দুঃসাহসী চিন্তা চেতনায়
একটাই লক্ষ একটাই স্বপ্ন ছিল শেষ,
তোমাকে... তোমাকে ছিনিয়ে এনেছে-ই
রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ।

বাঙ্গালীরা ধূলায় লুণ্ঠিত হতে দেয়নি কভু
পেয়ে থাকুক যতই কষ্ট ক্লেশ,
শত বাধা উপেক্ষা করে বুক পেতে ছিল
রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ।

এভাবেই কেটে গেছে নয়টি মাস
দৃঢ় সংকল্পে হায়েনাদের করেছে শেষ,
অনেক কষ্টের ফসল তুমি
রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ।

ভালবাসি বাংলাদেশ

মোঃ নুরুল ইসলাম জীবন
চিলমারী, কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৭৭

শস্য শ্যামলে ভরা হলো
আমার এদেশ ভাই,
অনেক দেশের নাম শুনেছি
আমার দেশের মত নাই।

পুষ্পে পুষ্পে সজ্জিত
চোখ জুড়িয়ে যায়,
সকল দেশের রাজা তুমি
কেমনে ভূলে থাকা যায়।

অনেক চেষ্টা করেছি আমি
যাইতে দূর প্রবাসে,
লোভ লালসায় জড়াইনি কভু
শুধু আমার দেশকে ভালবেসে।

আবার কখনও যদি ভিনদেশির
চোখ পড়ে তোমার গায়,
খামচা মেরে উড়িয়ে দেব
করি না কখনও ভয়।

অনেক স্বপ্ন দেখি আমি
তোমার বুকে জন্ম নিয়ে,
তোমার ইজ্জত রাখতে প্রস্তুত আমি
আমার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে।

রক্ত দিব জীবন দিব
রাখব তোমার মান,
যতক্ষণ থাকবে আমার দেহে
বিধাতার দেওয়া এই প্রাণ।

রক্তে কেনা এই বঙ্গ

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

রক্তে কেনা এই বঙ্গ
মাতৃ শপথে,
অক্তে লেনা দু'চরণ
ভ্রাতৃত্ব অমরত্বে।

বঙ্গে যেথা এই কৃতি
ভূমিষ্ঠ রসে,
অঙ্গে সেথা সভ্য রীতি
কর্মিষ্ঠ ধাঁচে।

রঙ্গে রেখা এই কথ্য
জীবন্ত শহীদে,
কোলে ছেঁড়া স্বর্ণ ধন
অনন্ত গাথা হৃদে।

স্বপ্নে দেখা এই গীতি
বীরত্ব সমীপে,
স্বর্ণে লেখা বঙ্গ ভাষী
মহাবিজয় সর্ব দ্বীপে।

নতজানু মস্তক

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

পিচঢালা এই চলার পথে
নতজানু মস্তক,
বীরত্ব গাথা ধরার মাঝে
বর্ণ হেতু অশোক।

মাতৃসত্ত্বা এই কৃতির ধাঁচে
স্বর্ণ-ভানু অক্ত,
দিব্য আঁকা স্মৃতির সাজে
ধন্য কেতু রক্ত।

রূপ সজ্জা এই গীতির সুরে
পূণ্য এই বঙ্গ,
হৃদ মজ্জা প্রীতির তরে
অর্ঘ এই অঙ্গ।

মুক্ত ধরা এই ন্যায়ের সুরে
অমরত্ব এই কথ্য,
মন সংজ্ঞা বিবেকের তরে
বিশ্বলয় সঙ্গীতজ্ঞ।

যেন তেন কথা

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

যেন তেন কথা
কাব্যিক স্মৃতি গাথা,
বর্ষা আর হিমেল খরা
যেন স্বপ্নময় সত্তা।

যেন তেন রূপক
ভ্রান্তিক বশ্যতা,
প্রকৃতি আর গগন বায়ু
যেন প্রাকৃতিক শূন্যতা।

যেন তেন সম্যক
ক্রান্তিক ইস্যু,
গোত্র আর জীবন্ত ধারা
যেন তান্ত্রিক বিশ্ব।

পঞ্চভূত

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

মৃত্যুর ডাক যখন তখন
সমাধিস্থ ক্ষণ ধার্যে,
জীবনের বাঁক বাঁশবাগান
পূণ্য না হয় কার্যে।

হৃদয়ের খাক রুষ্ট দহন
জীবন্ত গমন পথে,
সমীক্ষের তাক বিসর্জন
সত্য হীন মিথ্যে।

পরাভূতের জাঁক বিড়ম্বন
মনুষ্যত্ব রীতে,
পঞ্চভূতের চাক সত্ত্ব গণন
বিলীন প্রভুর ধরাতে।

প্রেম ও ভালোবাসা

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

প্রেম বেদনার সঙ্গী
কুয়াশা আঁধার,
ভালোবাসা ফুটন্ত ফুল
অপেক্ষা সারা বেলার।

প্রেম নীড়হারা পঙ্খী
অকাল বাত্যা,
ভালোবাসা অন্তর ক্ষেত
অমর সত্তা।

প্রেম বনাগ্নির চির উত্তাপ
খরা স্রোতস্বতী,
ভালোবাসা বসন্ত কাঁশফুল
নীল সাদা অম্বুধি।

প্রেম আর ভালোবাসা
কষ্টে কান্না হাসি,
হৃৎপিঞ্জর ক্ষত যন্ত্রণার
নিশ্চল বানভাসি।

নসীব

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

ভবের এ কূল প্রভুর দয়ায়
দাঁড়িয়ে এ আসমান,
মানব তরে পরম্পরায়
রেখেছেন সে অম্লান।

সুখে দুঃখে মানব বিলীন
ভবের এ সংসারে,
হৃদয় মাঝে বিষের ক্ষত
অগ্নি তাপেও পুড়ে।

ভবের কূলে এ সংসারে
বন্ধুত্বে পিছুটান,
হৃদ মিলনে ভেল্কি লীলায়
কাঁদছে জগৎ প্রাণ।

জগৎ ধরায় প্রাণ সৃষ্টি
প্রভুর অংশ কণা,
প্রাণের নসীব তাঁরই লিখন
ক্ষমাতেই প্রার্থনা।

মাগো তুমি

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

মাগো তুমি বসুমতী
জঠরে কোল মাতা,
জগদ্ধাত্রী প্রাণ সত্তা
ভূমিষ্ঠ শীতলতা।

মাগো তুমি পদ্মাবতী
নভোমন্ডল ধারা,
বিভাবসু তনু সজ্জা
সবুজ অরণ্য কুড়া।

মাগো তুমি অহর্নিশি
স্বপ্ন আঁকা জ্ঞান,
স্বর্গীয়সী বিদ্যা মাতা
প্রণামি প্রস্থান।

ফেসবুক

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

ফেসবুক খেলায় নারী মত্ত
পুরুষও কম নয়,
ভিডিও চ্যাট নিয়ে ব্যস্ত
ইটিশ পিটিশ কয়।

নারী পুরুষ সমান সমান
প্রীতি বিচ্ছেদ ঘটে,
নেশা এখন স্মার্টফোনেতে
ইন্টারনেটও বটে।

কর্মের নামে লুকোচুরি
পুরুষ নারী উভয়,
অবুঝ মনে প্রণয় বাঁধে
অন্তর নষ্ট তাই হয়।

অবুঝ এ মন পাপিষ্ট নয়
সঙ্গ দোষে নষ্ট,
মানব তরে জীবন ধ্বংস
ভাবনাতে হয় ভ্রষ্ট।

পদবি

এস কে বিশ্বাস
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

ধরাধামে প্রাণীকুলে
মানব সৃষ্টির সেরা,
কর্মগুণেই সমাজটা হয়
নাম পদবি ঘেরা।

নানা কর্মের নীতি সম্মান
সমাজে চলার রীতি,
মিয়া বাদশা রায় ও হালদার
মিলনে রয় প্রীতি।

আজ সমাজে চলার রীতি
পদবিহীন ধরা,
সকল মানব একই সুতোয়
বন্ধু প্রীতি গড়া।

সকল জাতির সবার মনে
আঁকা প্রভুর এক নাম,
পদবিহীন সমাজ হলেও
গড়া আদাব সালাম।

উপার্জন

এস কে বিশ্বাস

কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৩১

আয় রোজগার আগের মতই
খরচ ঘাটতি তাই,
প্রতিদিনের সওদা কিনতে
সর্বস্বান্ত ভাই।

দিনের আয়ে সওদা কিনতে
বাকি থাকে ঢের,
মূল্যস্ফীতির কেমন মজা
জনগণ পায় টের।

এক মাটিতে কেউ বা কৃষক
কেউ বা চাকরি করে,
একটু আয়ের জন্য সবাই
কর্মক্ষেত্রে লড়ে।

দিন মজুর আর মোটর শ্রমিক
সবাই কর্মের তরে,
উপার্জনের চাকার তালে
গায়ের ঘর্ম ঝরে।

প্রাণীর শীত

মোঃ আহমাদুল হক

রাজপাড়া, রাজশাহী।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

হাড় কাঁপানো এই শীতে
বাঘ কাঁপে জ্বরে,
শীতের ঠান্ডায় সিংহ মামার
দাঁতগুলো সব নড়ে।

শিয়াল পণ্ডিত রাত্রি ধরে
শিশির ভক্ষণ করে,
কুকুরগুলো পথের পাশে
ঠান্ডার চোটে মরে।

ভাল্লুক ভাইয়া মহা খুশি
কঠিন শীত পেয়ে,
পুঁচকে খরগোশ গান ধরে
শীতের সবজি খেয়ে।

বিড়াল ছানা লেপের তলে
গড় গড় শব্দ করে,
গরু-ছাগল শীতের ঠান্ডায়
গরম পোশাক পরে।

হরিণ গুলোর ঠাণ্ডা লেগে
হয়েছে জড়োসড়,
হায়েনার দল মিছিল করে
হরিণ গুলো ধরো ।

এই শীতে

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

হাড় কাঁপা শীতের মাঝে
বস্ত্র নাই গায়ে,
গায়ের পথে ছুটাছুটি
নগ্ন দুটি পায়ে।

সরষে বাগান চষে বেড়ায়
গায়ের গরিব মেয়ে,
খেজুর গাছের রসের হাঁড়ি
নামায় নিজে গিয়ে।

বরই গাছের কাঁচা বরই
আগুনে পুড়িয়ে খায়,
শীতের ঠান্ডা তাকে দেখে
ভয়ে মরে যায়।

শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে
সামনের দিকে চলা,
পুকুরে নেমে গোসল করে
দিনে দু-তিন বেলা।

চালের মূল্য

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

টিসিবির চাল 'মা' কিনবে
সাথে এসেছে ছেলে,
ট্র্যাকের তলায় চাল দেখে
ছেলে ট্র্যাকের তলে।

চালের মূল্য শিশু বুঝলো
বুঝলো না দেশের নেতা,
চাল কুড়াবে মাকে দিবে
মিটাবে পেটের ক্ষুধা।

মাটির সাথে চাল মিশেছে
চালের সাথে ছেলে,
কুড়িয়ে নিচ্ছে চালগুলো
রাখবে না সে ফেলে।

চাল দিয়ে ক্ষুধা মিটাবে
মায়ের মুখে হাসি,
বলবে মা, ওরে খোকা
তোকে ভালোবাসি!

চাল কুড়ানোর এই দৃশ্য
বাংলা ভূমির চিত্র,
কত শিশু মায়ের কোলে
অনাহারে যায় নিদ্রে।

কবে বুঝবে দেশের নেতা
ক্ষুধার জ্বালা বড়?
দেশ রক্ষায় সকল শিশুকে
আঁকড়ে সবাই ধরো।

লজ্জা

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

আমি খাই কিংবা না খাই
আমার বাংলাদেশে বাস,
একটিই কাপড় পরি আমি
এইটিই আমার লেবাস।

গোসলের পরে এক আঁচলে
লজ্জা আবরণ করি,
ভেজা কাপড়ের অন্য আঁচল
রোদে শুকিয়ে পরি।

আমার মতো হাজারো নারী
স্বাধীন বাংলায় আছে,
একটিই কাপড়ে জীবন যাপন
না মরে আছে বেঁচে।

আমার পেটের ক্ষুধার জ্বালায়
চোখে আসেনা নিদ,
ডুকরে কাঁদে স্বাধীনতা যুদ্ধের
হাজারো লক্ষ শহীদ।

দেশের মাঝে অন্য দেশে
বাস করো হে নেতা!
কথায় কথায় বলো তুমি
“আমি নারী মাতা!”

দেশের নেতা আমায় দেখো
বাংলার আমি নারী,
দেশের উন্নয়নের বুলি শুনে
লজ্জায় আমি মরি!

রূপ গল্প

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

চাষিরা সব ধান কাটতো
গান ধরতো মাঠে,
নতুন ধানে মৌ মৌ গন্ধ
গ্রামে-গঞ্জে-হাটে।

ভোর বিহানে ধান সিদ্ধ
রোদে ধান শুকান,
গ্রামে গ্রামে নতুন ধানে
ভর্তি থাকতো খোল্যান।

প্রতিদিন-ই মা-বোনেরা
ঢেঁকি-র গোঁড়ায় হাজির,
গুনগুনিয়ে গান লিখতো
কলম চলতো কবির।

খট খটা খট ঢেঁকির শব্দ
আর যায়না শোনা,
ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত
আর হয়না খানা।

ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত
রূপ গল্প হলো,
মেশিন ছাঁটাই চাল এখন
ঘরে ঘরে এলো।

গ্রামের সব ধানের জমিতে
তৈরি হলো দালান,
জমি, লাঙ্গল, ধান, ঢেঁকি
হারিয়ে গেলো তামান।

বাঁচবো একসাথে

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

ভারত সরকার নদীর গেট
খুললো এক সাথে,
পানি সব ঘিরে নিলো
কঠিন কালো রাতে।

সব নদী-ই টুই টুম্বুর
ভাঙ্গলো নদীর পাড়,
মোদির পানি গ্রামে ঢুকে
করলো গ্রাম সাবাড়।

পানির তোড়ে গ্রাম ভাঙ্গে
ভাঙ্গে বাড়ি-ঘর,
মোদি হাসে! ভারত হাসে!
বলে সবাই মর।

বাঁচতে হলে পালাতে হবে
ছেড়ে বাড়ি-ঘর,
পালানোর সময় বন্ধু বলে
আমি কী তোর পর?

বন্ধু আমার কুকুর ছানা
খেলতো আমার সাথে,
খেলতাম আমি তার সাথে
সর্ব দিবা-রাতে।

বাঁচবো মোরা এক সাথে
গামলায় নিলাম কুকুর,
গামলা খানা মাথায় নিয়ে
করলাম আল্লাহর শুকুর।

ঐক্যবদ্ধ হয়ে

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

দশের সেবা করতে হবে দেশের কল্যাণ করতে হবে,
ভয় নেই, ভীতিও নেই সামনের দিকেই এগিয়ে যাবে।
১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাত
ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

শত জুলুম শত নিপীড়ন শেষ এবার করতে হবে,
শিশু নির্যাতন, নারী ধর্ষণ সবাই মিলে রুখতে হবে।
১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাত
ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

সুদ-ঘুষ ও মদ-জুয়া এই সমাজ থেকে তুলতে হবে,
খুন-জখম, নারী নির্যাতন বন্ধ এবার করতে হবে।
১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাত
ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

দেশের স্বাধীনতা আর পতাকা আমাদের রাখতে হবে,
ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করে প্রিয় ভূমি বাংলা গড়তে হবে।
১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাত
ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যেয়ে ঐ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে,
ঐ সামাজিক সু-বিচার, মানবিক মর্যাদা আনতে হবে।
১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাত
ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

দূনীতি দুঃশাসন ছুড়ে ফেলে দেশের কাজ করতে হবে,
রক্তে কেনা সোনার বাংলাকে কল্যাণমূখী করতে হবে।
১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি হাত
ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

২১-এর সেই দিনে এই দিনে

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

২১-এর সেইদিন শ্লোগানে শ্লোগানে ছিলো রাজপথ
পলাশ-শিমুলের মতো ঢাকার পথ লাল রক্তে রাঙ্গা,
বাংলা ভাষার আন্দোলনে এসো ভাই-বোন রাজপথে
ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকা নয়, আর নয় বসে থাকা।
২১-এর সেইদিন এ দেশের মানুষের আহ্বান
রাজপথে বেরিয়ে পড়ো, তুলে ধরে মাতৃভাষার মান,
২১-এর সেইদিন অ আ ক খ পাবার জোরালো দাবি
বাংলা ভাষায় মায়ের ভাষা মহান আল্লাহর দান।
২১-এর সেইদিন বড় বোন বলেছিল চল ভাই
মায়ের কণ্ঠে ছিলো বাবাকে মিছিলে পাঠানোর তাগাদা,
২১-এর সেই দিনে রাজপথে গুলি ছিলো অবিরাম
ছেলে আর স্বামীর খুনে মাকে করতে পারেনি আলাদা।
সেদিনে শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের
শ্লোগানে শ্লোগানে হয়েছিল আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত,
জাগো বীর, জাগো বীর জাতি, জাগো বীর বাঙ্গালী জনতা
শহীদি পেয়ালা নিতে, মৃত্যুর কাছে মাথা করোনা নীত।
২১-এর সেদিনে মায়ের ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন
বাঙ্গালীর কাছে মাথা নত করে পাকদের পলায়ন।
২১-এর সেদিন পাকিস্থানিরা কেড়ে নিতে চেয়েছিলো
মেদের মুখের ভাষা, বাংলা ভাষা আর মায়ের ভাষা,
আজ একুশেই শপথ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে
আমাদের ভাষা, সত্যের ভাষা আর গণতন্ত্রের ভাষা।
২১-এ এই দিনে শপথ নিতে হবে সেদিনের মতো
জালিমের জেল, জুলুম, হুলিয়া মানি নাকো কোন বাঁধা,
এ দিনের দাবি ভয় নয়, সতর্ক নয়, পালানো নয়
বীরের বেশে-ই মৃত্যু স্বাদ নিবো উঁচু করে রেখে মাথা।

বিলে মাছ ধরা

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

শোন রে সবাই, ও মিয়া ভাই
আরে চইল্যা আয়, বিলে মাছ মারিতে যাই।
মাছ ধরিতে যাই।

আরে ছিপে না....., জালে না.....
পানি ছেকে ধরতে হবে, ধরতে দারুন মজা হবে,
কাঁদা পানিতে খলখলাবে, আনন্দে মন ভরে যাবে,
বিশাল বিশাল বোয়াল হবে!

আরে খলয়ে না....., ঝোলায় না.....
ঘাড়ে বোয়াল নিতে হবে, বাহুক দিয়ে বইতে হবে,
খেতে ভারি মজা হবে, খুশিতে প্রাণ ভরে যাবে,
বিশাল বিশাল মাগুর হবে!

একটা না....., দুইটা না.....
অনেকগুলো শোল হবে, অনেক বড় গজার হবে,
কাঁদা পানিতে লটপটাবে, পানির মধ্যেই ধরতে হবে,
বিশাল বিশাল গজার হবে!

ছোট না....., মাঝারি না.....
বিশাল বড় চিতল হবে, এই ধর ধর ধর ধরতে হবে,
শক্ত করে ধরতে হবে, চিৎকারে বিল ভরে যাবে,
বিশাল বিশাল চিতল হবে!

আরে বাজারে না....., হাটে না.....
বিহানের বাড়ি দিতে হবে, জামাই বিটিকে নিতে হবে,
পাড়া মহল্লায় বিলাতে হবে, গ্রামে খুশির বন্যা হবে,
বিশাল বিশাল মাছ হবে!

হত্যাকারীদের ফাঁসি দাও

মোঃ আহমাদুল হক
রাজপাড়া, রাজশাহী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৫

খেজুর দোকানে মৌমাছি-বোল্লা আর তো দেখা যায়না,
গুড় দোকানের কোন লাভই পিঁপড়া আর খায় না।

আপেল, কমলা, আঙ্গুর ফলে ভিমরুল তো বসে না,
আটা, ময়দা, চালগুলোতে ভিটামিন আর থাকে না।

কলা, কাঁঠাল, তরমুজ, টমেটো পাকায় বিষ মেরে,
আম, লিচু, আনারস পাকাতে ঐ মরণ বিষ মারে।

মাছ আর গরুর গোস্তে তারা বিষাক্ত রঙ লাগায়,
নকল মাছ ও ভেজাল গোস্তের বেশি দাম হাঁকায়।

আমাদের দেশে শিশুর খাদ্যেও মিশিয়ে রাখে বিষ,
শিশু খাদ্যে বিষ মিশায় যারা তারাই হলো রাবিস।

যারা শিশুর খাদ্যে ভেজাল মেরে শিশুকে হত্যা করে,
তাদের ঘরের শিশু গুলোও অন্যের ভেজালে মরে।

খাদ্যে ভেজাল ফলে বিষ বর্তমানের বাংলাদেশ,
বিষ খাদ্যে আমরা সবাই স্টক-ক্যান্সারে হচ্ছি শেষ।

মন্ত্রী, পুলিশ ও বিজিবি সব নামুন এবার মাঠে,
বিষ দিয়ে হত্যাকারীদের ধরে মারুন গীটে গীটে।

মানুষ হত্যা করছে এরা বিষ মিশিয়ে সব খাদ্যে,
হত্যার দায়ে এদের ধরে ঝুলাও ফাঁসির দড়িতে।

বাংলার কৃষক

মোঃ হুসাইন আহমদ জুবায়ের
জৈন্তাপুর, সিলেট।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৬৮

শীতের প্রাতে কাস্তে হাতে
কৃষক মাঠে ছোটে,
পথের মাঝে শিশির ঝরে
সোনালী রোদ জোটে।

ধানের ক্ষেতে কৃষক মেতে
সোনালী ধান কাটে,
ধানের সারি ফিরতে বাড়ি
সূর্য নামে পাটে।

চরম খাটে আস্তে হাঁটে
ধানের বোঝা কাঁধে,
নতুন ধানে মধুর ঘ্রাণে
কষ্ট রাখে বাদে।

ফসল তুলে কষ্ট ভুলে
গোলা ভরেন ধানে,
পিঠা পায়েস কত আয়েশ
কণ্ঠে গীত টানে।

বছর ঘুরে বাংলা জুড়ে
ভালো সময় আসে,
উৎসবেতে সবাই মেতে
সুখের স্রোতে ভাসে।

গাঁয়ের চাষী

মোঃ ওসমান গণি

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬২০

লাঙ্গল কাঁধে সকাল হলে
মাঠে চলেন চাষী,
মায়া মমতায় ফসল বুনে
মুখে রেখে হাসি।

কনকনে শীত তবুও যায়
গামছায় বেঁধে কান,
নতুন ধানের চারা লাগায়
গেয়ে দেশের গান।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে
তবুও করেন কাজ,
সরল মনের মানুষ চাষীরা
মাতলা মাথায় সাজ।

অনেক কষ্ট এভাবেই তারা
ফসল ফলান মাঠে,
হাসি আনন্দে ফসল কেটে
বেচে গাঁয়ের হাটে।

গাঁয়ের চাষীরা আছে বলেই
দেখি ফসলের হাসি,
বাংলার মানুষ তাইতো মোরা
গ্রাম'কে ভালোবাসি।

সঠিক পথে চলো

মোঃ ওসমান গণি

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬২০

মসজিদের ঐ মাইকটিতে
আজান হচ্ছে ভাই,
চলো সবাই মিলে একসাথে
নামাজ পড়তে যাই।

নামাজ পড়লে মুছে যায়
মনের সকল কালো,
রবের দয়ায় জীবনে আসে
সুখের ঐ আলো।

জীবনের যত দুঃখ বেদনা
রবের কাছে বলো,
ঈমানটাকে মজবুত করে
সঠিক পথে চলো।

এই দুনিয়ার মায়ায় পরে
জীবন করো'না নষ্ট,
পরকালের জীবনে তখন
পাবে যে তুমি কষ্ট।

মায়ায় ভরা এই দুনিয়া'টা
ন'য় আসল ঠিকানা,
শেষ ঠিকানা মৃত্যুর পরে
হবে মাটির বিছানা।

শহীদের স্মরণে

মোঃ ওসমান গণি

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬২০

লাখো বীর শহীদের জন্য
পেয়েছি স্বাধীন দেশ,
তাইতো মোরা বেঁচে আছি
স্বাধীন ভাবে বেশ।

সবাই মোরা বাংলা বলি
স্বাধীন ভাবে চলি,
বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলায় কথা বলি।

ভাষার তরে দেশের জন্য
হয়েছে লাখো শহীদ,
তাদের জন্য আজও মোরা
গাই স্বাধীনতার গীত।

২১শে ফেব্রুয়ারি খালি পায়ে
প্রভাত ফেরিতে মোরা,
সম্মান জানাই বীর সেনাদের
নিয়ে ফুলের তোড়া।

ভুলতে পারবোনা কখনো
তোমাদের অবদান,
বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে
রেখেছো দেশের মান।

গাঁয়ের প্রকৃতি

মোঃ ওসমান গণি

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬২০

পল্লী গাঁয়ের প্রকৃতি যেনো
রূপের ছবি আঁকে,
হাওয়ায় দোলে কাশফুল
নদীর বাঁকে বাঁকে।

সকাল হলেই শুনতে পাই
পাখিদের মধুর ডাক,
দূর আকাশে উড়ে বেড়ায়
নানান পাখির ঝাঁক।

গাঁয়ের নদী নালা খাল বিলে
আছে নানান মাছ,
মাঠে মাঠে সোনালী ফসল
কৃষক করেন চাষ।

ঋতু বদলায় মাস বদলায়
পাল্টে প্রকৃতির রূপ,
সবুজে ঘেরা প্রকৃতি গাঁয়ে
মুগ্ধতা ছড়ায় খুব।

গাঁয়ের মানুষ আজও বানায়
বাহারি নকশী কাঁথা,
গাঁয়ের ঐতির্য্য সবার অন্তরে
আছে আজও গাঁথা।

আমার গাঁয়েতে আছে ভাই
প্রকৃতির রূপের হাসি,
প্রকৃতি ঘেরা সবুজ গ্রামকে
তাই'তো ভালোবাসি।

ক্ষমতার বড়াই

মোঃ ওসমান গণি

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬২০

অসৎ পথের কামাই দিয়ে
দেখাও যে বাহাদুরি,
সবার সামনে ভালো সেজে
তুমি করো ঘুরাঘুরি।

গরীবের হক মেরে খেয়ে
নিজেকে বলো সৎ,
গরীব দুঃখী দেখলে পরে
হাঁটো উল্টো পথ।

কাজের জন্য গেলে কেউ
সময় থাকেনা হাতে,
টাকা ছাড়া কিচ্ছু বুঝো না
লোক রাখো সাথে।

ক্ষমতার বড়াই করে চলো
দেখাও ভয় ভীতি,
সঠিক কথা যায়'না বলা
এটা কেমন নীতি।

সুন্দর সমাজ গড়বে বলে
কথা দিয়ে চলো,
সময়ের সাথে বদলে গিয়ে
নানান কথা বলো।

বাঙালির রক্ত বৃথা যায়নি

আল আমিন গাজী

কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৪৯৪

তখন ছিল, ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালের মধ্য রজনী,
বুলেট বোমায় কেড়ে নিয়েছে সহস্র আত্মীয় স্বজনী।
সেই দিনটাও ছিল যেন, পূর্ব বাংলায় নিস্তব্ধ ধরিত্রী,
কতটা ভয়ানক ছিল, সেই অন্ধকার কালো রাত্রি!

মায়ের কোলের হীরে মানিক অনায়াসে দিচ্ছে প্রাণ,
অনাথ শিশুটাও কামান থেকে, না পেয়েছে পরিত্রাণ!
স্বামীর থেকে নিয়েছে কেড়ে, কত প্রিয়তমা স্ত্রীর জীবন,
ভাইয়ের ভালোবাসার বোনটি, লজ্জায় বেঁচে নিচ্ছে মরণ!

অবুঝ শিশুকে দিচ্ছে করে অসার মাতৃকোল থেকে,
আকাশ-বাতাস-প্রকৃতি কাঁদে, যেন বিষন্ন রূপ দেখে!
শুরু হলো ২৬শে মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাক,
জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবার মুখে, শ্লোগান ছিল জয় বাংলার হাঁক।

সেদিন পাক-বাহিনীর সাথে, সংঘর্ষ হয়েছে বাঁশের লাঠিতে
হে বাঙালি, তোমাদের রক্ত বৃথা যায় নি বাংলার মাটিতে।
মুজিবের ডাক শুনে, পূরণ হয়েছে বাঙালির অসিদ্ধ আশা,
হে বাঙালি, তোমাদের রক্ত দিয়ে কেনা আমাদের মাতৃভাষা ।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, বিজয় লগ্নে, সজ্ঞানদের খুঁজে পায়নি,
হে বাঙালি, তোমাদের রক্ত দিয়ে কেনা স্বাধীনতা বৃথা যায়নি।
যাদের তরে পেয়েছি আমরা স্বাধীন সার্বভৌম প্রিয় দেশ,
ভোরের অরুণ উদিত যেন, পূর্ব দিগন্তে রক্তিম বাংলাদেশ।

দূর্নীতি

সাদিয়া ইসলাম রিফা
শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮১৭

আর কতদিন এ দুর্নীতি
চলবে বল দেশে,
মূল্য বৃদ্ধি পকেট শুদ্ধি
মরবে গরীব শেষে।

শিক্ষা দীক্ষা সকল জায়গায়
দুর্নীতি চলছে যে ভাই,
জ্ঞানী গুণী মানুষ হয়ে
এমন কেন চাই।

চোর ডাকাতের ঐ ঠাই দিব না
বাংলা মায়ের বুকে,
প্রতিবাদের আওয়াজ তুলুন
আমরা থাকব সুখে।

দুর্নীতিবাজ পাপী সমাজ
ভেঙ্গে চুড়ে চল,
অন্যায় মুক্ত দেশ গড়ব
সদা সত্য বল।

কারো ঘরে টাকার পাহাড়
কারো ঘরে নেই ভাত,
আমরা হলাম জগৎ শ্রেষ্ঠ
নামে বাঙ্গালী জাত।

মাতৃভূমি

সাদিয়া ইসলাম রিফা
শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮১৭

এই দেশেতে জন্ম নিয়ে
আমার জীবন ধন্য,
এই দেশেরি ধুলাবালি
মুগ্ধ সবার জন্য।

বাংলা আমার মাতৃভূমি
প্রাণ যে আমার ভরা,
সবুজ শ্যামল সোনালি ফসল
হাসে চন্দ্র তারা।

আয়'রে তোরা ছোট্ট ছেলে
আয়'রে নবীন দল,
স্বাধীন দেশের মানুষ তুমি
সাহস নিয়ে চল।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন ভাষা
স্বাধীন মোদের প্রাণ,
স্বাধীন হলো সোনার বাংলা
গাহে স্বাধীন গান।

লক্ষ শহীদের রক্ত পাওয়া
মোদের এই দেশ ভাই,
স্বাধীনতার যোগ্য সূত্রে
গড়ে নিতে চাই।

দুর্নীতি

এম শামছুল ইসলাম সুহেব
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৪২

দুর্নীতি আজ প্রবল বেগে বাড়ছে বেশি সবখানে
মানসিক এই রোগ যে এখন জায়গা নিচ্ছে স্ব-প্রাণে!
স্বার্থ নেশায় মত্ত হয়ে দুর্নীতি যে করে
পরের ক্ষতি বুঝে না, কিন্তু নিজের পকেট ভরে!

অফিস আদালতে আছে অনেক দুর্নীতি বাজ
মন খুশিতে দুর্নীতি করাই তাদের আসল কাজ!
চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রী অনেকে এই নীতিতে পরে
জনগণের হক মেরে রোজ তাদের ঝুলি ভরে!

জ্ঞানের অনেক পাঠশালায়েও দুর্নীতি বাজ লোক
নিজের স্বার্থ হাসিল করে ফুলিয়ে চলে বুক!
চাকরী দাতা ঘুষ খেয়ে খুব করে দুর্নীতি
টাকার লোভে পরে তারা, হারায় সুন্দর রীতি!

মূল্যবোধ আজ হারিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির ফলে রোজ
ব্যস্ত সবাই নিজের স্বার্থে নাই সেদিকে খোঁজ!
এমন যদি সব জায়গায় রোজ দুর্নীতি চলে
স্বাধীন, সোনার দেশটা আমার যাবে রসাতলে!

দ্রব্যমূল্যে আগুন

এম শামছুল ইসলাম সুহেব
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৪২

আগুন লাগছে দ্রব্যমূল্যে ছুঁ'লে হাত যে পুড়ে,
সদাই কিনতে গেলে সবার বুকে ধরপর করে!
চাল থেকে ডাল হোক আর যাই কিনতে চাই
সব জিনিসেই আগুন এখন কেনার সাধ্য নাই!

তেলের ধরে তেলেসমাতি চিনি, রসুনেও তাই
পেঁয়াজের ঝাঁজটা শুকে সবার হৃদয় কাঁপে ভাই!
আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ এখন গোদাম ভর্তি যার
মজুদ করে দাম বাড়িয়ে দেয় না এখন ছাড়!

মাসের শেষে বেতন পেয়ে গেলে মুদির দ্বারে
আলু, মরিচে টাকা যে শেষ বাকীর খাতা ভরে!
মাইনকার চিপায় পরছি সবে নিয়ে সাথী-স্বজন,
দ্রব্যমূল্যের আগুন যে ভাই নিভবে আবার কখন?

দ্রব্যমূল্যের দাম যেমনি বাড়ে দমে দমে
আস্তে করে সেই দাম কি কখনোও আর কমে?
সকল কর্মের সব মানুষ আজ করছে যে গুন গুন,
হঠাৎ করেই দ্রব্যমূল্যে লাগলো কেন আগুন?

শহীদ স্মরনে

প্রবীর রায়

নাজিরপুর, নাজিরপুর।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০২৮২

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি
দিয়েছে যারা প্রাণ বিসর্জন
বাংলার স্বাধীনতার চেতনায়
তাদেরই অমূল্য অবদান।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে
বাংলার দামাল সন্তানেরা
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বলে
মিছিলে ঝাপিয়ে পড়ে।

রাজপথ রক্তে রাঙিয়ে
এনেছে বাংলা ভাষা যারা
মেডিকেলের সামনে আজও
ঘুমিয়ে আছে তারা।

বাংলা ভাষা ছিনিয়ে এনেছে
প্রতিবাদী বাঙালি জাতি
রফিক, শফিক, বরকত, সালাম
আরো তাদের অনেক সাথি।

একুশ

এস এম আবদুচ ছালাম আজাদ

বান্দরবান, বাংলাদেশ।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৯৪

একুশ নিয়ে লাফালাফি
ফাগুন গেল তলে,
ইংরেজিটা বড়ই সুখি
বাংলা দুখি বলে।

একুশ তারিখ গানে গানে
সারাটা দিন মাতে,
আট ফাগুন হারিয়ে গেল
চোরাবালির পথে।

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে
ফাগুন আসে যায়,
রক্ত রাঙ্গা ভাষার কথা
নিত্য বলে হায়।

ভাষাবিদের ভাষাতেও
মায়ের ভাষা কম,
ভিন দেশিদের বলে ভাষা
ফেলে ফেলে দম।

একুশ মাঝে ফাগুন হারায়
আগুন জ্বলে বুকে,
বাংলা হারায় ভিন্ন ছড়ায়
লোক মুখে মুখে।

মায়ের ভাষা

এস এম আবদুচ ছালাম আজাদ
বান্দরবান, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৯৪

মায়ের ভাষা ভালোবাসি
লিখি আমি পদ্য,
লিখি কত ছন্দ ছড়া
লিখি আরো গদ্য।

চিঠি লিখি পত্র লিখি
লিখি কত গান,
মনো সুরে গান গাই
তুলি সুরের তান।

মনহরা সব কাব্য লিখি
গল্প লিখি কতো,
লিখি পড়ি কথা বলি
আমার মায়ের মতো।

লিখে যাব সারা জীবন
মায়ের ভাষায় আমি,
এমন জ্ঞান দান করো হে
প্রভু অন্তর্যামী।

মায়ের ভাষা ভালোবাসি
ঠিকই মায়ের মত,
লড়াই করে পেলাম ভাষা
হয়নি মাথা নত।

মাতৃভাষা

এস এম আবদুচ ছালাম আজাদ
বান্দরবান, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৯৪

বাংলা আমার মাতৃভাষা
মহান প্রভুর দান,
তাইতো মোরা দিতে পারি
ভাষার জন্য প্রাণ।

যদি চাহে কেড়ে নিতে
আমার মায়ের ভাষা,
মানুষ তো নয় পশু তারা
জালিম সর্বনাশা।

জালিম জনের রুখতে হবে
দিতে হবে প্রাণ,
প্রাণ গেলেও লড়তে হবে
রাখতে মায়ের মান।

রক্ত রাঙ্গা গোলাপ জবা
ফুল বাগানে দেখ,
মায়ের ভাষায় বলরে কথা
মায়ের ভাষায় লেখ।

মায়ের ভাষা স্বপ্ন আশা
ভালোবাসার ঘ্রাণ,
মায়ের ভাষার স্বপ্ন সুধা
জুড়ায় সবার প্রাণ।

পাতানো খেলা

এস এম আবদুচ ছালাম আজাদ
বান্দরবান, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৯৪

পাতানো খেলা খেলতে গেলে
ব্যবহারের বন্ধু চাই,
টাকায় কেনা কামলা ছাড়া
ব্যবহারের বন্ধু নাই।

সকল রান্না ঘরে রাধুনীদের
নেকড়া বন্ধু হয়,
গরম ডেক্সী নামিয়ে নিলে
নেকড়া পড়ে রয়।

ওয়াশরুমের টিস্যুর বান্ডিল
পয়সা দিয়ে কেনা,
ময়লা মুছার পরে -- টিস্যুর
প্রয়োজন হয় না।

পাতানো সকল -- নির্বাচনে
অনেক বন্ধু মিলে,
পাতানো খেলা শেষ হলে ভাই
শোধটা তুলে কিলে।

পাতানো খেলার বন্ধু সকল
নেকড়া টিস্যুই হয়,
তারা ইতিহাসের আবর্জনায়
নোংরা হয়েই রয়।

ফেব্রুয়ারি দিবস

আব্দুস সাত্তার সুমন
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৬৪

সোনামণি সোনামণি
এলে আমার ঘরে,
রহমতেরই কন্যা ধারা
ঘরটি আলো করে।

নিয়ামতের বৃষ্টি বহন
পূর্ণিমারী চাঁদি,
রেখে গেছো সবই তুমি
চোখের জলে নদী।

তোমার কথা মনে পড়ে
ফেব্রুয়ারি দিবস,
বুকের মাঝে কষ্ট লুকায়
প্রভু দিও সাহস।

শহীদগণের সাথে তোমায়
বিদায় দিলাম আমি,
স্বর্গে তোমার বাড়ি হলো
একা থাকছো তুমি?

ফিরে ফিরে আসবে বছর
ধৈর্য যেন থাকে,
জান্নাতবাসী হলে পরে
দেখব আমি মাকে।

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

আব্দুস সাত্তার সুমন
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৬৪

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ
রূপের নেইকো শেষ,
সবুজের চাদরে ঢেকে আছে
মায়া ভরা এই দেশ।

বাংলার বুকে উদিত পতাকা
উড়ছে তেপান্তরে,
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া
জয় জয় কার করে।

মাটির বুকে সোনালী ফসল
শস্য-শ্যামল ভূমি,
শত মানুষের ঘামে গড়া
রক্তমাখা সেই জমি।

বায়ান্নের আলোর মিছিল
একাত্তরের শেষে,
বাবা-মায়ের চিৎকার বাণী
আত্মনাত আসছে ভেসে।

বন্ধ হয়েছে যুদ্ধ বিদ্বেষ
অগণিত হানাহানি?
পূর্ণ হয়নি চাওয়া-পাওয়া
টানছি সংসারের ঘানি।

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

শেখ মোমতাজুল করিম শিপলু
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮১০

রক্ত দিয়ে কিনেছি মোরা
সবুজ শ্যামল দেশ,
বিজয় গাথা স্মৃতি কথা
বলার নেইকো শেষ।

এই দেশেতে বীরের জন্ম
করে যুদ্ধ লড়াই,
বিজয় মালা পড়ে গলায়
মোদের গর্ব বড়াই।

বাঙালি আমরা বীরের জাতি
ভয় নাই কোনো রণে,
আঘাত মোদের করলে কেউবা
ছাড়ি না সেই ক্ষণে।

বাংলা আমার মা মাটির দেশ
আমি বাংলাদেশী,
বাংলা মাকে ভালোবাসি
প্রাণের চেয়ে বেশি।

কতো দেশ দেখেছি ঘুরে
নেই তো দেশের মতো,
স্বদেশ প্রেমে উজাড় করে
বাসবো ভালো শত।

বাংলার বীর

শেখ মোমতাজুল করিম শিপলু
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮১০

বরকত-সালাম, রফিক-জব্বার
বাংলার দামাল ছেলে,
লক্ষ হাজার বীর সেনানী
প্রাণ দেয় হেসে খেলে।

অতর্কিতে গুলি চালায়
কাপুরুষের দলে,
চোখে দেখে ধ্বংসলীলা
পিছু হটে চলে।

কাঁচা হস্তে অস্ত্র ধরে
বিজয় মুকুট ছিনে,
স্মরণ করি তোদের মোরা
আজকে সুখের দিনে।

কামাল ছেলে ধামাল গেয়ে
আছো স্বর্গ সুখে,
জাতির তোমরা বীর সেনানী
জাগ্রত বিশ্ব লোকে।

স্বদেশ ভূমি ভালোবেসে
প্রাণ দিয়েছো তোমরা,
তাইতো সবাই দোয়া করি
প্রভুর কাছে আমরা।

রূপসী বাংলা

এস এম জাকারিয়া
মীরসরাই চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০১৩০

রূপসী বাংলার রূপের মাঝে
আমি হারিয়েছি যে কতবার,
যেদিক তাকাই রূপের বাহার
ঋতুর বদলে বদলে বারবার।

এই দেশেটা নানান সাজে
সাজতে থাকে সারাটি বছর,
তারই সাথে হরেক রঙের
মেলা বসে বাহারি ফুলের।

ঋতুর পালে হাওয়ার তালে
মেলা বসে অতিথি পাখির,
ঘুম ভাঙে ভোরে মু'মিনের
কিচিরমিচির শুনে সেই অতিথির।

সারা বাংলার কৃষক মিলে
আনন্দ উল্লাসে মাতে নবান্নে,
শীত ঋতুতে খেজুর রসের
ঘ্রাণে চিত্ত দোলে আবার।

নব পল্লবে গাছপালা সাজে
বসন্তের আগমনে প্রতি বছর,
কোকিলের কুহু তানে গহীনে মনের
শুকরিয়া জাগে আল্লাহ তাআ'লার।

ঘরে-বাইরে বাংলা

এস এম জাকারিয়া
মীরসরাই চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০১৩০

আমার মায়ের মুখের ভাষায়
শিশু কালে বুলি ফুটতেই কথা বলেছি,
ঠিক যেভাবে যেই ভাষায়
মাকে আমায় ডাকতে আমি শুনেছি।
বায়ান্নতে রক্ত দিতে হয়েছিলো
সেই ভাষায় কথার জন্য নয়,
বরং রাষ্ট্রভাষা উর্দু বলেছিল
বীর বাঙালির তা-কি সহ্য হয়?
আমি বাঙালি ভাষাও বাংলা
কর্ম ক্ষেত্রে বলবো ভিন্ন ভাষা!
গায়ের জোরে দমাবে বাংলা
নিজ কৃষ্টি বাঁচবে সেকোন আশা?
তাইতো ফুঁসে উঠলো বাঙালি
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই একটাই দাবী,
ঘরে যেমন বলবো বাংলা
কর্ম ক্ষেত্রেও বলবো এটাই প্রকৃত দাবী।
অসহ্য শাসকেরা করলো হামলা
মুহূর্তে লুটিয়ে পড়লো দামাল ছেলেরা,
লাশের মিছিলে শোকার্ত বাঙলা
তবু নড়েনি দাবী থেকে তারা।
অবশেষে পিছু হটলো শাসকেরা
শোষণের থাবা গুটাতে বাধ্য তারা,
স্বাধীন হলো রাষ্ট্রভাষা বাংলা
বাঙালি উন্নত শিরে বলবে বাংলা।
আসুন আমরা ঘরে-বাইরে
প্রাধান্য দেই নিজের বাংলাকে,
বাংলাই হবে পরিচয়ে নিজেরে
ব্যক্তিগত পরিচয় কার্ড কিবা সাইনবোর্ডে।

শা'বানের আমল

এস এম জাকারিয়া
মীরসরাই চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০১৩০

শা'বানের চাঁদ দেখা গিয়েছে
আমার দেশের আসমানে,
আসুন সকলে সিজদাতে লুটাই
আল্লাহর এই জমিনে।

রাসূলে আ'রাবীর পথ ধরে
ইবাদতে হই মশগুল,
রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে পড়ে
স্বীকার করি ভুল।

বেশি বেশি ইস্তেগফার আর
নবীর দরুদ আমলে,
গত জীবনের মাগফিরাত তবে
যাবেনা তখন বিফলে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর
সুবহানাল্লাহ তসবিহ মুখে,
আলহামদুলিল্লাহ যিকর যোগ কর
আল্লাহু আকবার এক সাথে।

জাতির পিতা

হিতলাল দাস

শাল্লা, সুনামগঞ্জ

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৬০

জাতির পিতা মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান,
তোমার কথা মনে হলে আজও কাঁদে সবার প্রাণ।
বাংলা ভাষার জন্য তুমি করলে ভাষা আন্দোলন,
বাংলা ভাষার মান রাখতে তুমি হইলে শৃঙ্খল বন্ধন।

আবার আগরতলায় ফাঁসির রায় হয় মিথ্যা মামলায়,
আসামি করিয়া তুলে তোমায় ফাঁসির কাটগড়ায়।
রাখে অন্ধকার ঘর দিয়ে পাথর তোমার বুকের উপরে,
কত কষ্টে রেখে ছিল তোমায় বরফের ভিতরে।

কত কষ্টে এনেছিলে তুমি এই বাংলার সিংহাসন,
কে জানে এই চক্রান্ত করে তোমায় করিবে নিধন।
১৯৭৫ পনেরোই আগস্ট রাতের আঁধার ঘরে,
সমূলে বিনাশীতে তোমায় শত্রু প্রবেশ করে।

মায়া দয়া নাহি প্রাণে ওরে নির্দয় পশুত্তের দল,
কেমনে কাল সর্প হয়ে তুরা মারলে বিষের ছুবল।
যদি আগে থেকে জানত এসব এই বাংলার জনগণ,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্য করতো সবে সমরে গমন।

তোরা ভেবেছিস ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু গেছে মরে,
নাহ নাহ নাহ বঙ্গবন্ধু আছে সমস্ত বাঙালির অন্তরে।
ওরে পশুত্তের দল বঙ্গবন্ধু আছে সারা বাংলার বাঙালির প্রাণে,
বঙ্গবন্ধু আছে এই বাংলাদেশের বাংলার বাউল গানে।

বঙ্গবন্ধু আছে মোদের এই বাংলার আকাশে,
বঙ্গবন্ধু আছে মোদের এই বাংলার বাতাসে।
বাংলার আকাশ বাতাস শুধু গাইবে একটি গান,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

হিতলাল দাস

শাল্লা, সুনামগঞ্জ

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৬০

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই দেশেতে জন্ম যার,
নিজের বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ করলেন উদ্ধার।

সোনার বাংলা করলো ভস্ম এসে পাকিস্তানী হানাদার,
কত মা-বোনদের শিলতা হানি হায়'রে করলো কত রাজাকার।

ধন সম্পদ করে লুণ্ঠন কত বিদেশিরা স্বৈরাচার,
কামান বোমা পিট করিয়া বাংলা করলো ঘোর অন্ধকার।।

কত মুক্তি হইলো শহীদ গণনা নাহি যে তার,
মুক্তির রক্তে রঞ্জিত হইলো তার প্রমাণ শহীদ মিনার।

বঙ্গ পিতা শেখ মুজিবের জাতির পিতা জনতার,
মুখটি তোমার ভেসে উঠে মাঝখান দেখলে পতাকার।

হিতলাল কয় দু-হাই তোমার দেই দু-হাই তোমার পতাকার,
জন্ম নিও এই বাংলাদেশে মোরা দেখবো তোমায় বারংবার।

বাংলা মায়ের ভাষা

মোঃ সাইমুম হাসান মেহেদী
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৪৯৯

মা হলো ভাই বাংলা আমার,
বাংলা মায়ের ভাষা।
এ ভাষাতে-ই সকল আশা,
আমার সকল ভালোবাসা।

মায়ের মুখের ভাষা যে ভাই,
আমার মাতৃভাষা।
জন্ম থেকে শুনছি আমি,
প্রাণের বাংলা ভাষা।

বাংলা আমার আবেগ মাখা,
বাংলাতে প্রেম জাগে।
বাংলা আমার ভালোবাসা,
বাংলাতে মন নাচে।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা,
বাংলাতে গান গাই।
বাংলা আমার কাব্য মালা,
বাংলাতে ছড়া সাজাই।

বাংলা হলো রূপসী মাগো,
ফসলের সবুজ মাঠে।
বাংলা হলো গানের আসর,
নৌকা বাঁধা ঘাটে।

এই বাংলা রক্তে কেনা,
আমার প্রিয় ভাইয়ের।
এই বাংলা ইজ্জতে কেনা,
সম্ভ্রম হারা মায়ের।

স্বাধীনতার স্মৃতি

মোঃ নাসির উদ্দিন আকন্দ
গফরগাঁও পৌরসভা, ময়মনসিংহ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৪৫৯

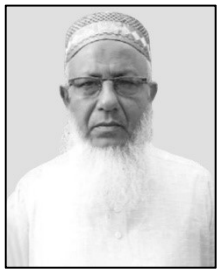

দেশবাসী চেয়েছিল পেতে অধিকার,
চেয়েছিল ইনসাফ ন্যায়ের বিচার।
পশ্চিমা শাসকেরা ছেড়ে নীতিবোধ,
আমাদের উন্নতি করে গতিরোধ।

শাসনের নামে করে শুধুই শোষণ,
সম্পদ নিয়ে যেতো করিয়া হরণ,
প্রতিবাদী বাঙালী করে প্রতিবাদ,
বৈরিতা আচরণে বাঁধে সংঘাত।

সাজিয়া দানব ওরা করিল জুলুম,
কেড়ে নিলো শান্তি ও দু'চোখের ঘুম।
অগণিত মানুষের কেড়ে নিল প্রাণ,
মা বোনেরে ধরে নিয়ে করে অপমান।

বাঙালী জাতি তাই হলো সোচ্চার,
সবে মিলে তুলে নিলো হাতে হাতিয়ার।
সুদীর্ঘ নয় মাস করিয়া লড়াই,
কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা মোরা ফিরে পাই।

অগণিত শহীদের প্রাণ বিনিময়,
বহু ত্যাগ তিতিক্ষায় পেয়েছি বিজয়।
আজ মোরা গর্বিত মুক্ত স্বাধীন,
কোনদিন ভুলিব না শহীদের ঋণ।

আমরা বাংলাদেশী চলো করি পণ,
রক্ষিব স্বাধীনতা হলেও মরণ।

দূর্বার তরুণ

সৈয়দ কামরুল হাসান
সিলেট, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯৩

আমরা নবীন দীপ্ত অরুণ
আমরা তরুণ দল,
সোনার স্বদেশ গড়তে সবাই
এগিয়ে যাই চল।

স্বাধীন দেশের আমরা যে বীর
নেইকো ভাবনা আজ,
সোনার স্বদেশ গড়বো মোরা,
করবো মহৎ কাজ।

স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা
নেই তো কোনো ভয়?
দেশের সেবা করবো মোরা,
হবে সবার জয়।

থাকবো না আর ঘরে বসে,
আলসি রেখে মনে।
দেশের সেবায় হাত বাড়াবো
মিশবো সবার সনে।

সোনার স্বদেশ গড়বো মোরা,
আসুক বাধা যতো,
উঁচু শিরে থাকবো মোরা
মহান বীরের মতো।

ভয়াল রাত

সৈয়দ কামরুল হাসান
সিলেট, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯৩

২৫মার্চ - কালো রাতে
মানব রূপে - দানব এলো
সোনার - এ বাংলাতে,
করছে ভীষণ - গুলাগুলি
মরছে মানুষ - উড়ছে গুলি।

পালাচ্ছে লোক - প্রাণ বাঁচাতে
কে যাবে - কোন পথে?
কেউ জানেনা - সকাল বেলা,
জুটবে - কি খানা?

পাক বাহিনী - দিচ্ছে যে
সকাল সন্ধ্যা - হানা।।
সেই ভয়েতে - গ্রাম ও শহর,
শূন্য হলো - বাড়িঘর।।

অগ্নিকান্ডে - ঝলসে দেশ,
না রহিল - সুখের রেশ!
ঝাঝড়া হলো - জীবন ছবি,
এক রাতে - পুড়লো সবই।
২৫ মার্চে দেশের - এই পরিস্থিতি,
যুদ্ধটা শুধু - দেশের স্মৃতি।

প্রকৃত যুদ্ধাগনেরা - অবহেলার কৃতি।
একাত্তরের যুদ্ধ - শুধুই দেশের স্মৃতি।

লবণ

সৈয়দ কামরুল হাসান
সিলেট, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯৩

পানি হতে জন্ম যার
পানিতেই মরণ,
কেউ বলে নুন তারে
কেউ বা বলে লবণ।
সব মানবে তারেই করে
মরুৎ এ বরণ,
উপকারী বন্ধু সবার
সাগরে জন্ম যার।
করে নিঃস্বার্থে
সব মানবের উপকার!
গৃহেতে থাকে সে
করিতে পরোপকার।
থাকে সে অতি যত্নে
কিচেন রুমের বৈয়ামে,
সদা করে মানব জাতীয় উপকার।
আপনা মনে
আপন জেনে
উপকারী বন্ধু হয়ে।
কেউ করেনা দুঃখ কেন?
মরণেরই পরে
কে সকলের আপনজন
জানে সর্বজন
মানে কয়জন?
কেউ বলে নুন যারে,
কেউ বা বলে লবণ।

একাত্তরের বিজয়

সৈয়দ কামরুল হাসান
সিলেট, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯৩

একাত্তরের বিজয় হলো
লাল শালিকের ভেসে।
যুদ্ধ হলো বিজয় হলো
আমার দেশের মাঝে।

শাসন নয়, নয়তো সু-বিচার
ছিলো শুধু শোষণ আর অত্যাচার!
৭মার্চের গর্জনে...
চমকে উঠে পাকিস্তান।
যুক্তি করে আসবে ঢাকায়,
ইয়াহিয়া, ভূট্রো, আইয়ুব খান।

একদিকে মিটিং করবে,
শেখ মুজিবের বাসায়
অন্যদিকে পাক হানাদার,
আসবে চলে ঢাকায়।

রাত ১২টায় হানা দিবে,
নিরস্ত্র বাংলায়....
যেমন ভাবা তেমন কাজ
করলো তাহারা তিন শয়তান।

বুঝতে পারেননি সেই চালাকি
শেখ মুজিবুর রহমান।
সৃজন করিল স্বদেশ প্রেমে,
মজলুম রাইটার -এস.কে.হাসান।

মোনাজাত

সৈয়দ কামরুল হাসান
সিলেট, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯৩

বিসমিল্লাহের নামে স্মরি লা শরীক ইলাহ তুমি।
তোমারই বান্দা আমি মা'বুদ তুমি অন্তর্যামী,
হিরা বুঝে কাচের পিছে ছুটেছি বহুদিন....
কাচ ভেঙে হিরার খোঁজ পেয়েছি আল কোরআনে;

ওহে প্রভু দয়াময় রাহিম, রহমানে,
নসীব করো হেদায়েত মজলুম বান্দারে।
গরম দিনে প্রাণেতে লাগে যন্ত্রনা,
অজু করে মসজিদে গেলে পাই হৃদয়ে সান্ত্বনা।

রহমত, বরকত, মাগফেরাত দিও মা'বুদ ব্যথিত জীবনে!
সুখ দিও ওহে মা'বুদ মজলুম বান্দারে।
পাপী বলে দিও না ঠেলে মহানবীর উম্মাতকে....
শয়নে স্বপনে মা'বুদ সদায় তোমারে ভাবি।

আমার ব্যথিত হৃদয়ে, দূরুদে ইব্রাহিম পাঠ করি প্রিয় নবীজীর শানে!
নিদ্রাকালে দেখিতে চাহি, মজলুম বান্দা এস.কে.হাসানে।
দয়া করো ওহে মা'বুদ তুমি আল্লাহ অন্তর্যামী...
সদাই ভরসা রাখি নিকটে তোমারই।

দয়াময় তুমি রাহিম, রাহমান, ক্ষমা চেয়ে করি প্রার্থনা
দুঃখী বান্দা এই হাসান।

একাত্তরের চিঠি

জোবায়েদুল ইসলাম তারেক
রায়পুরা, নরসিংদী, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮০৯

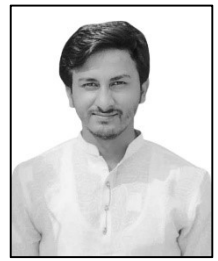

একাত্তরের চিঠি পড়ে কেঁদেছে যুবক, কেঁদেছে বৃদ্ধা
নিরবে কেঁদেছে বহুবার ড. মশিউর রহমান মৃধা।
মানসি! নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে রক্তের স্রোতে ভাসেনি বাড়িঘর
দেখেছি বাংলায় রক্ত শুকানো সেই চর
যেই চর পেয়ে মোরা গড়েছি সোনার মহল।

বীর যোদ্ধারা, দেশের পীর, আজ নেই যারা ধরায়
হয়তো শূন্যে ও মুক্তির দাবিতে করছে তাঁরা লড়াই।
নরসিংদীর সিংহ পুরুষ ড. মশিউর রহমান স্যার
তাঁদের নিয়ে সর্বদা করে বড়াই।

মায়ের বুক, বাবার বুক শূন্য হয়েছে, অকৃতজ্ঞ জন শুনছো ঠিকই
সেই স্মৃতিস্তম্ভ আজ চোখের তারায় একাত্তরের চিঠি।
ব্যথা বেদনা, জুলুম কত প্রকার, অত্যাচার আর্তনাদ কি?
সবই দেখেছে, সবই সয়েছে 'বীর বাঙালি'।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, আর সহেনা প্রাণে
পশুর সাজা কিভাবে দিতে হয়, বীর বাঙালি জানে,
তাইতো এবার শক্ত শপথ, কোমল মনে বুনেছে সবাই
দেশকে তাঁরা স্বাধীন করলো, পশুর করলো জবাই।

যেখানে দশে এক হয়েছিল, করেছিল লড়াই
সেই বাংলার বাঘদের নিয়েই আজ করি এত বড়াই।

সাহসী সে বীর...

জোবায়েদুল ইসলাম তারেক
রায়পুরা, নরসিংদী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮০৯

হে বীর
সাহসী মুসাফির
তোমার কলম যেন ইসলামের পক্ষে প্রতিবাদী তীর।
তুমি যেন কবি নজরুল আরেক ফররুখ
শত্রুরা কেঁপেছে দেখে তোমার প্রতিবাদী লাল চোখ।

হে বীর
সাহসী মুসাফির
প্রতিকূলতা পেরিয়ে মুনাফিকদের হারিয়ে,
এগিয়েছো দুর্বার তোমার সাথে লড়ে এমন দুঃসাহস কার?
কলম যেন তলোয়ার
মিশাইল বুলেট তোমার বজ্রকণ্ঠে, শত্রুরা হুশিয়ার।

হে বীর
সাহসী মুসাফির
যেখানে দুশমন ভেঙ্গেছে নির্দোষী
পাখিদের নীড় তুমি ঘায়েল করেছো,
লড়েছো কে হবে তোমার পীর?
তুমি জীবন যুদ্ধে জীবন গড়া এক সাহসী বীর।

অসীম তোমার প্রেম সীমাহিন

জোবায়েদুল ইসলাম তারেক
রায়পুরা, নরসিংদী।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮০৯

সবখানে তোমার রাজত্ব
আমি ভালোবেসে করি তোমার দাসত্ব,
আমি মুগ্ধ হই প্রতিক্ষণে
কি অদ্ভুত সুন্দর ছড়িয়ে আছে,
তোমার অনুসারীদের মনে।

আমি পাগল হয়ে যাই তোমার বিস্ময় দেখে
আমার প্রেম তোমার তরে গেলাম আমি রেখে।
মায়ের মনে ছেলের জন্য তুমি দিলে পবিত্র মহব্বত,
মাকে ভালোবাসার ফল ছেলেরে দিলে কতই না ইজ্জত।

কতই না বাড়িয়ে দিলে সমাজে বান্দার কদর
মৃত্যুতে সে হয়েছে মহান, চির অমর।
বাবার প্রতি ছেলের শ্রদ্ধা, প্রেম ভক্তি
হাজারো শত্রুর সাথে লড়িবার দিলে অসীম শক্তি।

আত্মীয় অনাথ এতিমদের সাহায্য করিবার দিলে ক্ষমতা
মনে তৈরি করে দিলে তুমি কতই না মমতা।
হাজারো ব্যর্থতার পরে যখন গাহি তোমার গান,
করি মহান অধম আমি তোমার গুণগান।

নিষ্পাপ হয়ে যায় মন, সৌন্দর্যে ভরে উঠে প্রাণ।
সম্মান ইজ্জত, সম্পদ, দিয়েছো সুন্দর পরিজন
তোমারই অবদানে রব আমি হলাম প্রিয়দের প্রিয়জন।

লাল-সবুজের পতাকা

শিল্পী বোরহান উদ্দীন

কেশবপুর, যশোর।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৭৫

রক্তেই যদি স্বাধীন বাংলা বলে
মূল্য বিবেচিত হয় তা'হলে এদেশের
অকৃত্রিম মানুষ অনেক রক্ত সময়
শ্রম নিয়েছে, ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত শ্রোত
আড়াই লক্ষ মা-বোনের সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে।

পেয়েছি মোরা একটি স্বাধীন পতাকা
তাইতো এদেশের যুবকরা
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য
উৎসর্গ করিয়া গেছে লাল-সবুজের পতাকা।

আমি দেখেনি বাহান্নর ভাষা আন্দোলন
আমি দেখেনি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
আমি দেখিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
আমি দেখেছি লাখো শহীদের রক্তে আঁকা!
শুধুই লাল-সবুজের পতাকা।

প্রতিদিন ভোরের সোনালী সূর্যের মতোই
আবারো এদেশে জন্ম নিবে হাজারো বীর সন্তানেরা
যতদিন এই দেহে রবে প্রাণ
আমি গাইবো-গাইবো
বিজয়ের এই গান।

ওরা ক্ষুধার্ত

শিল্পী বোরহান উদ্দীন

কেশবপুর, যশোর।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৭৫

আমি সেদিন দেখিয়াছি
শহরের অলিতে গলিতে রাস্তার ফুটপাতে
অবহেলায় পড়ে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন
ওদের গায়ে নেই কোনো পোশাক ওরা ক্ষুধার্ত।

আমি সেদিন দেখিয়াছি
মানুষ-কুকুর নেই কোনো তুল্য,
রাস্তার ধারে আবর্জনায় পড়ে থাকা পচা ভাত
কুড়িয়ে খাচ্ছে এক ক্ষুধার্ত পাগল।

রাস্তার ধারে মানুষ কুকুর একই সাথে ঘুমিয়ে আছে
ওদের গায়ে শীত বস্ত্র নেই, তবুও
ওরা পলিথিন মুড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে
আহা কি কষ্টের জীবন।

আমি সেদিন দেখিয়াছি
এক বৃদ্ধ মায়ের অশ্রুসিক্ত কান্না
আরেক মা-সন্তান কোলে নিয়ে করছে লড়াই
কোথায় পাবে ওরা দু-মুঠো ভাত
এ কেমন জীবন যুদ্ধ।

ওদের নেইতো কোনো সুখ শান্তি
নেইতো মুখে একটু হাসি!
রাস্তার ফুটপাতে আবর্জনায় পড়ে কাঁটছে চিরকাল-
ছিন্নমূল আর চোখের জলে কাঁটছে দিনকাল
আমি ওদের দেখেছি আর বারবার নীরবে কেঁদেছি।

আমি ধন্য

শিল্পী বোরহান উদ্দীন
কেশবপুর, যশোর।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৭৫

আমি আজ হয়েছি ধন্য।
যশোর জেলায় হয়েছে মোর জন্ম,
আছে শিল্পী, কবি কত
পীরেরও মাজার. আমি ধন্য!
যশোর জেলায় হয়েছে মোর জন্ম।

আছে কপোতাক্ষের তীর.
মাইকেল মধুসূদনের কত
স্মৃতি বিজড়িত কবি জীবনে!
কবি মরহুম মুন্সি মেহেরুল্লাহ।

আছে গাজী, কালু, চম্পাবতী
পীর কেবলা বারো বাজারের-
বারো পীরের মাজার, আমি ধন্য!
যশোর জেলায় হয়েছে মোর জন্ম।

আছে খেজুরের গুড়, রসের পিঠা
বাউলের ওই গানে-গানে চৈত্রা,
ভৈরবের কল তানে কপোতাক্ষ নদের জলে
আনন্দের জোয়ার আসে আমি আজ হয়েছি ধন্য!
যশোর জেলায় হয়েছে মোর জন্ম।

শেষ প্রহর

শিল্পী বোরহান উদ্দীন
কেশবপুর, যশোর।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৭৫

রাত্রির শেষ প্রহরে দরজা খুলে
উঠানে দাঁড়িয়ে আছি খালি গায়ে!
তাকিয়ে আছি আকাশ পানে
প্রভুর সাথে করি আলাপন।

মোর সমস্ত অভিযোগ...
অনুযোগ জানাই তার কাছে
বলেছি তাঁকে কি ব্যথা দিয়েছো তুমি...
ভেঙেছো মোর এই হৃদয় খানি
কেমন করিয়া কিভাবে করিয়াছো ছলনা
ডাবা খেলার মতোই শূন্যে বসে
খেলেছো তুমি মোর জীবন নিয়ে।

অশ্রুসিক্ত চোখে, বুকে জমা বিষাদ
জমানো হা-হা কার সবটুকুই দিয়েছি
তোমায় উজাড় করিয়া!
মহান প্রভুর কাছে।

কৃত্রিম শিশু

শিল্পী বোরহান উদ্দীন

কেশবপুর, যশোর।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৩৭৫

শুভ সংবাদ শুভ সংবাদ
এবার বুঝি অস্ট্রেলিয়া
থেকে নতুন বার্তা এসেছে
বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

শুধু একটি নতুন বার্তা
আধুনিক যুগের আধুনিক
প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম
উপায়ে মায়ের গর্ভ ছাড়াই!

এবার জন্ম নিবে কৃত্রিম শিশু।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মে মায়ের গর্ভ
ছাড়াই জন্ম নিবে কৃত্রিম শিশু
কি হবে তা'হার বংশ পরিচয়
ঠিকানা বিহীন হবে তা'হার পরিচয়।

স্বাগতিক বাংলা

মোঃ শাকিল ইসলাম

সৈয়দপুর, নীলফামারী।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৪০৪

পাল যুগে মাতৃকা উপাসক সম্রাট ধর্মপালে,
বাংলায় রামের আলাদা কোনও স্থান নেই ভালে।
একাধিক পৌরাণিক চরিত্রের ভিড়ে রাম এক জনে,
রাজা নল, রাজা পৃথু ও রাজা রাম এর শাসনে।
এক সম্রাট ধর্মপালকে দর্শন করত,
তাঁদের তিনজনকে দেখার সুফল হত।
বাংলায় রামের আগমন দ্বিত পাল যুগে,
দেবপালের যুগে অতঃপর রামপালের যুগে।
দুটি রামচরিত যথাক্রমে অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর,
একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ কর,
দেবপাল নির্বংশ হয়েছিলেন,
একাধিক পুত্র সিংহাসন চ্যুত,
গুরুত্ব ভাবে আহত অথবা নিহত।
দেবপালের বংশধররা কেউ সেভাবে,
রাজত্ব করতে পারেনি পিতৃ অবয়বে,
একমাত্র মহেন্দ্র পাল ব্যতিক্রম তবে।
দেবপালের বংশধররা সিংহাসন হারান,
সিংহাসনে বসে ধর্মপালের ভ্রাতৃ কুল।
ঐতিহাসিকরা একমত যে পালরাষ্ট্রে,
ওই সময় গৃহযুদ্ধ হয় গোত্রে গোত্রে।
কালক্রমে অমানিশার মেঘ জমে গড়ে,
অন্তর্দ্বন্দ্বে পালরাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে।
বাংলায় রামের মন্দির হওয়ার আগেই,
আল্লার মসজিদ তৈরি হয়েছে, কাজেই।
বাংলা ও পৃথিবীর মধ্যে কোনও চীনের প্রাচীর নেই,
বাংলায় উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত,
আরব থেকে তিব্বত এসেছে সবাই।
যতক্ষণ না সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ঘটে,
স্বাগত সহসাই।

আমার সোনার বাংলাদেশ

সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯৫

জন্ম নিয়ে পেয়েছি যে মাটি
সে মাটি আমার গর্ব,
স্বাধীন ভাবে আজ চলতে পারি
বিসর্জন দিয়ে রক্ত।

লাল-সবুজের পতাকা
বাংলাদেশের প্রতীক,
সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত আঁকে
বাংলাদেশের সৈনিক।

দেখেছি আমি সারা পৃথিবী
এঁকেছি এই হৃদয়ে,
সুন্দর সেই ভূমি
সবুজ-শ্যামল যার প্রকৃতি।

প্রকৃতি মনে লেগেছে বেশ
রূপের যে তাঁর নাই'কো শেষ,
প্রিয় মাটি প্রিয় দেশ
আমার সোনার বাংলাদেশ।

ফুলের প্রতিটা পাপড়ি

সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯৫

বাংলাতে বলি কথা,
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা
বাংলাতে মন পরিতুষ্ট।
বাংলাতে মনের আবেগ উদয়
বাংলাতে মনের ভাব প্রকাশ,
বাংলাতে দুঃখ দূরীভূত।

বাংলা ভাষার জন্য রক্ত ত্যাগ
করেছে কত গুণীজন,
রক্ত নয় শুধু আরও দিয়েছে জীবন।
জীবনের হয়েছে সমাপ্তি,
সমাপ্তিতে হয়নি ত্যাগের মরণ।

বাংলা ভাষা শহীদের স্মরণে,
স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে
গড়া হলো শহীদ মিনার।
ফুল অর্পণে তাঁদের আমরা
হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছি অমর।

একুশে ফেব্রুয়ারি'র দিন,
এ দিনে ফুটে যত গুলো ফুল
ফুলের প্রতিটা পাপড়ি
শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার প্রতি।

মামা-ভাগিনার আনন্দ

সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯৫

সুন্দর তোমার সৃষ্টিতে
হারায় মনের দৃষ্টি,
দু'চোখ ভরে যতই দেখি
নেই তবু তার কমতি।

মনকে দিতে আনন্দ
কাটাতে কিছু মুহূর্ত,
সঙ্গী হলাম মামা ভাগিনা
বাহন হলো বাই-সাইকেল।

মন হারানো প্রকৃতিতে
বাঁধা পড়ে গেলাম,
স্মৃতির পাতায় জমা রাখতে
ছবি তুলে নিলাম।

মামা ভাগিনার সময়টা
কাটল বেশ মজার,
এমন সময় এমন দিন
জানি আসবেনা বারবার।

প্রভু তোমার কাছে করি মিনতি
বাঁচবো দু'জন যতদিন এই পৃথিবী
মামা ভাগিনার সম্পর্ক অটুট থাকুক
আনন্দ উল্লাসে জীবন ভাসুক।

শীতের আগমন

সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯৫

বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুর
একটি ঋতু শীত,
শীতের মাঝে থাকে
আনন্দ আর বেদনার দিক।

আনন্দের দিক এই যে
শীত সকালের সূর্যের কিরণ
দেখা যায় যখন,
কাঁথা ছেড়ে উঠে শাল জড়িয়ে
বের হয় তখন।

প্রকৃতি সাজে অপরূপে
দেখতে লাগে সুন্দর,
পাখির কণ্ঠে গুণ গুণ ছন্দে
শিশির কণার টুপটাপ শব্দে
জুড়িয়ে যায় অন্তর।

কুয়াশা ঘেরা মাঠটা
ঝাপসা দেখায় ভীষণ কঠিন,
মাঠের পথে গাছের ফাঁকে
মাকড়সা ঝাল বোনে সৌখীন।

পড়ে যখন সূর্যের কিরণ
ঐ মাকড়সার জালে,
মনি মুক্তা হাওয়া শিশির কণা
এ দৃশ্য তখন ঝলমলে হাসে।

শীতের বেদনার দিক এই যে
গ্রামে কিংবা শহরে,
রাস্তার ধারে কিংবা ফুটপাতে
অসহায় শিশু ও বৃদ্ধরা
শীত বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকে।

অসহ্য শীতে যন্ত্রণা সহ্য করে
অনিদ্রায় ও অস্থির জীবন কাটে।
সূর্যের কিরণ যেখানে পড়ে
দলে বলে সব ঐখানে বসে।

খড় জোগাড় করে লাগিয়ে আগুন
উষ্ণতা অনুভব পেতে মন ফাগুন,
শীতে লেগে থাকে হাঁচি কাশির অসুখ
এ মুহূর্ত লাগে খুব ব্যথাতুর।

কঠিন শীতেও মানুষ ছুটে যায় কাজে
ব্যস্ততা নিয়েও সুখি হয়ে বাঁচতে।

বিদায় বলা কষ্টের!

সাইফুল ইসলাম আফ্রিদি

মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯৫

দশটি বছর ছিলে আমাদের সাথে,
ভারাক্রান্ত হৃদয় আজ
কান্না জড়িত চোখ ভেজা অশ্রুতে।
তোমাদের বিদায় দেওয়ার ক্ষণে,
মনে পড়ছে খুব সেই সব কথা,
তোমাদেরকে পাঠ দানের মুহূর্ত
আদর শাসন আর ভালোবাসা।

আমাদের কাছে তোমরা ছিলে বড় আদরের
ছোট ভাই ছোট বোনের মতন অতি স্নেহের।
সন্তানের জন্য মা বাবার হৃদয়ে থাকে যেমন আসন,
আমাদের কাছে তোমরা হলে তেমন হৃদয়ের স্পন্দন।
চলে যাবে আজ আমাদের ছেড়ে
হৃদয়ের সকল মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে।
মনে পড়ছে খুব পিছনের সেই স্মৃতি,
ফেলে আসা দিনের সকল প্রীতি।

আসবে আবার বারবার ফিরে,
চির চেনা সুখের এই নীড়ে।
হয়তো হবেনা দেখা আর
বিদায় বলা কষ্টের বোঝাই পাহাড়,
ভালোবাসা শব্দটা মহা যে গভীর।
আবার যদি কোথাও হয় দেখা
সামনে এসে দাঁড়িও।
সালামের বিনিময় করিও
দোয়া দিও, দোয়া নিও শান্তির,
তোমাদের কাছে আমরা এই প্রত্যাশী রাখিও স্বরণ।
মহান প্রভুর দয়া অফুরান
কল্যাণে ভরে থাকুক তোমাদের ত্রিভুবন।

অপরাজনীতি

শামীমা বেগম

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৩৯

রাজনীতি, তুমি আজ ফতুর
মানবতার একটি কানা কড়িও নেই তোমার হাতে।
অ্যান্জেলের রক্তে রঞ্জিত আজ তোমার হাত।
রাজনীতি, একোন মরন খেলায় মেতে উঠেছ তুমি?
সস্তা গদির আশায় মেতে উঠেছ
প্রাণ হননের খেলায়।
নির্যাতন আর হত্যার শব্দে
আঁতকে উঠছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

এখনো মনে আছে একুশে আগস্টের
সেই গ্রেনেড হামলার কথা।
যার শব্দে এখনো বুক ধড়ফড়িয়ে উঠে
এখনো মনে মনে আছে নারায়ণগঞ্জের
সেই সাত খুনের কথা।
এখনো পেট্রোল বোমায় দ্বগ্ধ হয় নিরীহ জনতা।
এ কোন রক্তপায়ী গণতন্ত্রের গলা জড়িয়ে ধরেছি আমরা?
দেখুন, সবাই তাকিয়ে দেখুন
চারিদিকে কিভাবে বয়ে চলছে রক্ত নহর।
চাতকের মতো শকুনের চোখ পড়েছে
সস্তা গদির ওপর।
ক্ষমতার লোভে কী সহজে
একজন আরেকজনকে হত্যা করছে।
আর কত রক্ত পান করবে হে রাজনীতি?
আর কত লোকের গলা টিপে ধরবে তুমি?
রাজনীতি, তোমার হাতে আজ অ্যান্জেলের রক্তের দাগ।
যে দাগ শত চেষ্টা করেও মুছে ফেলা যাবে না।

বর্নমালায় মাতৃভাষা

মোঃ ইশতিয়াক আহাম্মেদ

মির্জাপুর, টাংগাইল।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৭৮

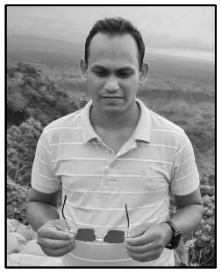

আমার মনের বহিঃ প্রকাশ
ভাষার মাধ্যমে হয় আত্মপ্রকাশ।
বড্ড ভালোবাসি মাতৃভাষার
বর্ণমালা অ, আ, ই, ঋ
প্রানের ভাষায় তৃপ্তি
জুড়ে সুধায় আমার মন।
মায়ের ভাষা যে আমার
কাছে মহা মূল্যবান ধন।
মধুর সুরে মাকে ডাকি
তৃষ্ণা মিঠাই জীবন ভর,
সেই ভাষা কে রক্ষা করতে।
শহীদ হতে হয়।
রফিক, সালাম জীবন দিয়ে
কিনলো মায়ের ভাষা
বাঙালি জাতি আমরাই সেরা।
ভাষার জন্য প্রাণের বলি
বিশ্বে শুধু বাঙালিরা।
প্রাণ খুলে কথা বলি
মায়ের ভাষায় গর্ব করি
একুশ এলেই মুখরিত
আকাশ বাতাস সব
ভাষাবিদের স্মরণ শুধুই
ফেব্রুয়ারি একুশেই হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

এস.এন.ভি

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৬৮

বাংলার মাটি কত যে খাঁটি,
লাল-সবুজের পরিপাটি।
মুজিব নেতার গর্জনে
লক্ষ শহিদের অর্জনে
ছিনিয়ে আনল সোনার দেশ,
লাল-সবুজের বাংলাদেশ।
৭ই মার্চের হৃদয় নাড়ানো ভাষণে,
সাহস যোগালো বাঙালির প্রাণে।
যুদ্ধ করে দিল প্রাণ,
মুক্ত করল বাংলার মান।
৩০লক্ষ প্রাণের আত্মদানে,
স্বাধীন করে বাংলা আনে।
মুজিব ছিলেন পাকে বন্দি,
সফল হলো না কু-ফন্দি।
কোটি মানুষের একটা শ্লোগান,
তাদের প্রিয় নেতার মুক্তি চান।
অবশেষে বাংলাদেশে,
ফিরলেন নেতা বীরের বেশে।
সবার মুখে একটি কথা,
মুজিব তাদের জাতির পিতা।
মুজিব আছেন বাঙালির মনে,
রাখবে স্মরণ প্রতিক্ষণে।
মুজিব নেতার প্রতিদান,
রাখবো আমরা চির অম্লান।

বাঙালির ইতিহাস

আসিফ সওদাগর

মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৭৩

বাঙালির ইতিহাস -
দেশপ্রেম, লড়াই, ভালোবাসা আর ঐক্যে বসবাস।
আজ থেকে ধরে দেখ খুঁজে সেই প্রাচীনকালে।
দেখিতে পাই গো তারা ছিল সবে মিশে মিলে।
দেশ প্রেমে সবে এক হয় ভাই গোটা বাঙালি জাতি,
ভাসানী, জিয়া, মুজিব, সুভাষ সবে মিলে হয় সাথী।
সাতচল্লিশে বেনিয়া তাড়ালো সবে লড়াই করে।
যুক্ত বাঙালি আলাদা হল বেনিয়াদের তরে।
এক বাঙালি মুক্ত হল আর বাঙালি বন্দী।
পরাধীন বাঙালি মিশে মিলে করিল একটি সন্ধি।
পরাধীন বাঙালি পাকিস্তানের অংশ হল হায়।
বিনা দোষে চব্বিশ বছর বন্দীতা তারা পায়।
সে সময়ে দেশ প্রেমে পরাধীন বাঙালি মিলে,
যুক্তি করে আন্দোলনে নামে দলে দলে।
সেই আন্দোলনের মাঝে দেখি একাত্তর সনে।
স্বাধীন হল বন্দী বাঙালি যুদ্ধ করে দৃঢ়পণে।
শত শত প্রাণের দামে কিনেছিলাম এই দেশ।
ভেবেছিলাম গণতন্ত্র পাব, সুষ্ঠু পরিবেশ।
তা আর হবে কেমনে! কুচক্রীদের দৃষ্টি,
পাল্টে ফেলল বাঙালিদের সুন্দরত্বের কুষ্ঠী।
চুয়াত্তরে দুর্ভিক্ষ হল লুটপাটের কারণে।
তেরো লক্ষ মানুষ মরল না খেতে পাওয়ার জন্যে।
দু-হাজার এক, দুই, তিন সালে দেখি সারা বিশ্বে,
দুর্নীতিতে বাংলাদেশ রয়েছে তিনবার শীর্ষে।
নাই স্বাধীনতা সবে করে এখন শুধুই হা-হুতাশ।
এই হল ভাই বাঙালি জাতির গর্বের ইতিহাস।

বিবেকের তাড়নায় দগ্ধ

কাজী ইমাম হোসেন

ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮১৬

সত্য তুমি যে বড়ই কঠিন
স্বাদ যে তোমার বড় তিক্ত,
সবার কাছে স্বরূপ তোমার
নিমের রসে যেমন সিক্ত।

যার হৃদয়ে হয় তোমার ধারন
পদে পদে থাকে বহু ভয়-ভীতি,
সমাজে মিথ্যা যেন সদা সর্বত্র
প্রতিষ্ঠিত আছে এক নিয়ম-নীতি।

বড় আফসোস হয় যবে অনুভব করি
মিথ্যার জয়ধ্বনিতে তুমি বড় অসহায়,
বিবেকের তাড়নায় দগ্ধ হই আমি
কিভাবে এড়িয়ে যাবো আমি এ দ্বায়।

মিথ্যের গায়ে পরা রঙিন জামা আর
সত্যের হাতে শিকল বদ্ধ, কারাবাস,
বেঁচে থেকো সত্য হাজার অব্দ ধরে
হাল ছেড়ো নাকো, করো বাঁচার আশা।

অতীত থাইক্কা বর্তমান

খন্দকার মারজুক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯০

এই দেশেতেই জন্ম আমার,
জন্ম বাপ দাদার।

গল্প আমি শুনছি কত
আমার বাপের মুখে,
আগে নাকি দেশটা আ-ছিল অনেক সুখে,
ইংরেজ আর পাকরা আইয়া ভরাই দিল দুখে।

কানত মানুষ আল্লার কাছে তুইলা যে দুই হাত,
কান্দায় কান্দায় করছে তারা অনেক প্রতিবাদ।

জ্বল জ্বলাইয়া টগবগাইয়া পরত পানি চোখে,
সে-চোখ দেইখা ডর ভাসিত ইংরেজিরা মুখে।

সেই ডরেরই আওয়াজ গেল পাক হানাদের কানে,
আওয়াজ শুনেই কানত তারা নিজের মনে মনে।

আমরা হলাম সেই বাঙালি,
এডাই মোদের দেশ,
এইখানেতেই শুরু মোদের, এইখানেতেই শেষ।

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

খন্দকার মারজুক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯০

স্বর্ণে মোড়ানো মোদের এদেশে সোনার নেই
তো শেষ,
রক্তে দিয়ে কেনা মোদের সোনার বাংলাদেশ।

মোদের রক্ত বিলানোর ইতিহাস,
নিজের মুখে নিজেই কহে ফেব্রুয়ারি মাস।

দেশ প্রেমিকের রক্ত ঝরেছে একাত্তরে,
তাই বলে তো সোনার এদেশ যাইনি পিছু সরে।

আমার দেশের পরতে পরতে
মিশে আছে রক্ত,
খুনিদের হাতে মরতে মরতে
আজ হয়েছি মোরা শক্ত।

কামার, কুমার, জেলে, চাষা কিংবা জ্ঞানী গুণী,
সবার মুখেই দেশের জন্য কত কথা শুনি।

ত্রিশ লক্ষ রক্ত দিয়ে দেশ কিনেছি মোরা,
আর এদেশ হলো সোনার আশায়
বেঁচে থাকা তাজা তেজী ঘোড়া।

নতুন ভোর

মোঃ সুমন হোসেন
পাইকগাছা, খুলনা।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৩৭

নতুন সকাল, নতুন দিন
আসুক ফিরে শুভ দিন,
বিরহ ব্যথা যাক ক্ষয়ে
ঘুঁচে যাক দুর্দিন।

নতুন আলো, নতুন ভোর
নতুন সূর্যের হাতছানি,
নতুন ধানের নবান্নের উৎসবে
ভালোবাসা হোক জানাজানি।

মুছে যাক গ্লানি সবার
মনের কলুষতা যত,
মিথ্যার গলায় পরিয়ে শৃঙ্খল
সত্য বলি শত।

ব্যর্থকে পদপিষ্ট করে হাঁটি
যেতে হবে বহুদূর,
সম্মুখে তোমার শীর্ষের কাঠি
আহা কি যে মধুর।

চলো জরাজীর্ণ সময় ফেলে
নব আনন্দে মাতি,
অঙ্কুরিত হোক সফলতার বীজ
বন্ধ হোক হাতাহাতি।

এক টুকরো জমি

মোঃ সুমন হোসেন
পাইকগাছা, খুলনা।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৩৭

এক টুকরো জমি সেতো সোনার চেয়ে দামী
কি আছে মূল্য সবের চলে গেলে আমি।
কেন হিংসে বিবাদ এতো সামান্যর তরে
সুখ নেই শান্তি নেই সকল ঘরে ঘরে।

জমি জমি করে মানুষ মরছে প্রতিদিন
জীবন গেলো তবু আসেনি তো সুদিন।
কি হবে হিসেব কষে কেটে যায় বেলা
ভাসিয়ে দাও সকলে সুখ সাগরে ভেলা।

সাঙ্গ হলে ভবলীলা কি হবে দ্বন্দ্ব করে
সকলে-রে বাসবো ভালো সকলের তরে।
সাড়ে তিন হাত জমি হলে কবর হবে ভাই
মরনেতে সব শেষ তবে কেন করো বড়াই।

ভূপতি করে টানাটানি ভূমিহীন দের জমি
আর কতকাল করবি শাসন হয়ে নামী দামী।
একদিন তোর হবে পতন আসছে মহাকাল
শুভবুদ্ধি হলেই আসবে সোনালি সকাল।

এক মুঠো স্বপ্নের আশায় গড়বো সুখের ঘর
স্বার্থের কারণে ভুলে যায় কে আপন কে পর।
এক খন্ড ভূমি সে তো হয় যে গলার কাটা
একদিন হবে মরণ পার করে জোয়ার ভাটা।

আসবো ফিরে এই বাংলায়

মোঃ সুমন হোসেন
পাইকগাছা, খুলনা।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৩৭

জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে
মরন যেন হয় তোমার বুকে,
তোমার সুধা পান করে মাগো
থাকি যেন সুখে দুখে।

তোমার সম্মান বাঁচাতে মাগো
শহীদ হয়েছে কত বীর,
তাজা প্রাণ বিলিয়েছে তবু
করেনি গো নত শির।

হায়েনা, রক্ত পিপাসুদের কবল থেকে
ছিনিয়ে এনেছে যারা স্বাধীনতা,
তাদের প্রতি জানাই অসীম সম্মান
বিরল তাদের কীর্তি গাঁথা।

তোমার মুক্তির জন্য মাগো মুছে গেছে
সিঁথির সিঁদুর কত শত হরিদাসীর,
বাউলের কণ্ঠে তোমার গান শুনে
মন আজও হয় চঞ্চল, হয় উদাসী।

তোমার পরশে মাগো আছে আকুলতা
তোমার চরণে যেন পায় ঠাঁই,
মরণ হলেও হোক না গো মা
তবুও আসবো ফিরে এই বাংলায়।

সোনালী দিন

মোঃ সুমন হোসেন
পাইকগাছা, খুলনা।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৩৭

জাগো বাঙালি জাগো, ঘুমিয়ে কেন আছো,
সন্ত্রাস আর দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দেশ,
ছাড়ো হুংকার ছাড়ো, কেন লুকিয়ে আছো।

মুছে দাও, ঘুচে দাও ঝেড়ে ফেলে ক্লান্তির রেশ,
স্বাধীন দেশের স্বাধীন পতাকার মান সম্মান,
রাখতে নেতা আবার আসবেই।

বজ্র কণ্ঠে দীপ্ত চোখে গাইবে মুক্তির গান,
কালো হাত ভাঙতেই অগ্নি মশাল সে তো জ্বালাবে-ই।

এসো মতিউর, হামিদুর, কামাল, জাহাঙ্গীর,
এসো নুর মোহাম্মদ, রব, রুহুল আমিন,
তোমাদের বাংলা আজ হয়েছে বেওয়ারিশ,
বোনের চিৎকার আর মায়ের আর্তনাদে
আজও কাঁপে বাংলার মাটি বাংলার আকাশ।

জাগো বাঙালি জাগো, মুক্তির গান গাও
হায়েনাদের হিংস্র থাবা গুড়িয়ে দাও গুড়িয়ে দাও।

লাল-সবুজের পতাকা জড়িয়ে,
অগ্নি মশাল জ্বালিয়ে, শেখ মুজিব, শেরে বাংলা,
সোহরাওয়ার্দী, আসবে আবার আসবেই,
অনিয়ম আর দুর্নীতির কালো হাত রুখতে
অস্ত্র সে তো আবার ধরবেই।
উঠো বাঙালি ওঠো, সোনালী দিন আসবেই
ভেঙে ফেলে বন্ধ দোয়ার,
সোনালি রবি উঠবেই।

স্বদেশ প্রেম

এস.এম জাহাঙ্গীর আলম
চিরির-বন্দর, দিনাজপুর
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০২২৯

এদেশ আমার প্রতিটা ইঞ্চি যেন স্বর্ণের খনি,
ত্যাগিয়া করিল কতো মহাপ্রাণ ধন্য করিল ভূমি।
কতশত প্রাণ ঝড়িয়া গিয়াছে একটু বাঁচার লাগি
ক্ষুধাতুর মুখে তুলিতে অন্য দ্বারে দ্বারে ভিগ মাঙি।

এদেশ আমার এদেশ তোমার নহে কোনো ভিনদেশীর,
তবে কেনো আজ নাহি পাও লাজ লুটাইতেছ তব শীর।
কত মহাপ্রাণ কাড়িয়া নিয়াছে ঐ জালিমেরা শোনো,
তাঁবেদারি করে কিনিয়াছ তবু পরাধীনতার কাল-বনও।

দেখিতে কি পাওনা ইতিহাস শুনিতে পাওনা কানে?
মুজিব নেতার অগ্নীবানী আবারও যুদ্ধে যাইতে টানে!
আরো আছে আঃ সালাম, রফিক, তিতুমীর, এম ভাসানী,
স্বর্ণাক্ষরে রচিয়াছে ইতিহাস মুছে দিয়ে শত গ্লানি।

এদেশ কিনেছি বাপের রক্তে - মায়ের চোখের জ্বলে,
কেড়ে নিতে ফের চেষ্টা চালায় কত ঢংয়ে কৌশলে।
জানেনা তারা আমরা যে সেই বীর বাঙ্গালী জাতি,
শেরে বাংলা - ওসমানী আর জিয়ার ভাই জ্ঞাতি।

এদেশে ওঠে সোনার রবি পুর্ব আকাশের কোলে,
রাতের কোলে শিশু ঘুমায় ঘুম পাড়ানীর বোলে।
এ দেহের শেষ রক্ত বিন্দু-ও যেন গেয়ে ওঠে এই গান,
বাংলা আমার মায়ের আঁচল বাংলা আমার প্রাণ।

স্বাধীনতার বেড়ী

এস.এম জাহাঙ্গীর আলম
চিরির-বন্দর, দিনাজপুর
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০২২৯

হায়না জাতির - শৃঙ্খল বেড়ীর
ভেঙ্গে ফেলে যতো তালা,
সুদিন আনিল - মুক্ত করিল
পুড়ায়ে শত জ্বালা।
ক্রমে সাতচল্লিশ - বায়ান্ন উনসত্তর
একাত্তর অবশেষে,
দিন রাত কাটি - শয়নে মাটি
ফিরলো বীরের বেশে।
একে একে কতো - শত্রুদের ক্ষত
পাতিয়া নিয়াছে বুক,
হারে নাই তবু - ডরে নাই কভু,
ছিনিয়া আনিল সুখ।
সেই সুখ আজ - পায় বড় লাজ
জড়িয়েছে সাদা কাফন,
আইন মোটা দাগে - ধনীদের ভাগে,
গরীব পায়না দাফন।
টাকার যাদুতে - সাদা হতে থাকে
কালো টাকা কালো আইন,
ফুটপাতে দেখো - ক্ষুধার্ত হাজারো
টি.সি.বি ট্রাকে ঐ চেয়ে দেখো মধ্যবিত্তের লাইন।
স্বাধীনতা তুমি - ধনীদের চুমি
ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যাংক,
মূল্যস্ফীতির দাবানলে পুড়ে - অঙ্গার করো ধরণী খুঁড়ে
গরীবের ললাটে বরাদ্দ রেখেছো - বুলেট বোমা ট্যাংক।

রামগড়

নুরুল আলম
মিরসরাই ও চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯২

বিদায় তোমায় হে রামগড়!
এসেছিলাম তোমার দ্বারে পেরিয়ে দীর্ঘ পথ।
তোমার পথধূলায় ধূলিত হয়েছিল
আমাদের এই জনপদ।
ভ্রমণের এই ঋতুতে তুমি করেছিলে নিমন্ত্রণ
অতিথি মোরা করেছিলে বরণ আপ্যায়ন।

বিদায় হে রামগড় তোমায় বিদায়।
তোমার ছায়ানীড়ে ছড়িয়ে থাকা বটবৃক্ষ,
উন্মুক্ত উদার আকাশের নিচে সবুজ বনরাজি'র সুবিস্তৃত
পার্ক হ্রদ ঝুলন্ত সেতু চা-বাগান
আরও গৌরব গাথায় সমৃদ্ধ।

উঁচু নিচু আঁকা-বাঁকা পিচ রাস্তা
দু-ধারে পাহাড়ের ঢালে নানান রকম গাছে
ফুটে থাকা বাহারি ফুলের সমারোহ
মনকে ভরিয়ে রাখে স্বপ্নিল আবেশে।

অভুক্ত মন তৃপ্তির স্বাদ খুঁজে পেলাম তোমার নীড়ে
হবেনা আসা হয়তো কখনো তোমার তীরে
স্মরণীয় হয়ে থাকবে তুমি ভ্রমণের অন্যতম লিস্টে।

বাক স্বাধীনতা

নুরুল আলম
মিরসরাই ও চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯২

ঐ ডালে ঐ পাখি গুলো বসে আছে বাসায়
মিষ্টি মধুর বলছে কথা কিচিরমিচির ভাষায়।
সাগর দেশে ঢেউয়ের ভাষা করছে ছল ছল
ফেনা রাশির চোখে যেন অশ্রু টলমল।

পাহাড়ের ঐ উঁচু চূড়া হঠাৎ করেই ধ্বসে
বোঝায় সে ক্রোধের ভাষা আপন ইচ্ছে চষে।
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে, সন্ধ্যা নেমে আসে
রাতের বেলায় চাঁদ তারকা আপন মনে হাসে।

বাগানের ঐ ফুটন্ত ফুল ভালোবাসা শেখায়
মৌমাছিরা জুটি বাঁধে মত-বিনিময়ের ভাষায়
মেঘমালাদের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়
সময়েই ইতি ঘটে নীরবতার ভাষায়।

প্রকৃতিরাই আপন মনে গড়ে তুলে বাসা
ব্যক্তমুখো আবেগ প্রীতি, ইচ্ছে স্বাধীন ভাষা।
সৃষ্টির সেরা মনুষ্য জাত, সত্যি সে আজীব
ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রদীপ ভিন্ন তর প্রতীক।

ভাষার জন্য দিয়ে ছিলো বাংলার তাজা প্রাণ
মায়ের ভাষাই সেরা ভাষা, বায়ান্নে প্রমাণ।
পেয়েছি মোরা স্বাধীনতা, পেয়েছি বাংলা ভাষা
পাইনি এখনও সেই ভাষাতে সত্য বলার আস্থা।

রফিক, জব্বার, বরকত, শহীদ হয়েছিল যারা
বেঁচে থাকলে লড়তো আবার বীর বেশে তারা।

টাকা

নুরুল আলম
মিরসরাই ও চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯২

টাকা টাকা টাকা, কোথায় পাব টাকা
তোর জন্য জীবন বৃথা করলাম চুল পাকা।
আশা ছিল জীবন টাকে করব ঝাঁকা-নাকা
মনের ইচ্ছা পূরণ করে করব ঘর পাকা।

টাকা টাকা টাকা, লোভনীয় এই টাকা
হায়'রে মানুষ ছুটছে সবাই, কোথায় আছে রাখা,
জানতে মানতে চায়না ভাগ্যে আছে কি লেখা
ধৈর্য সহ্যে পার করছে বিপদ সংকুল রেখা।

টাকা টাকা টাকা, শোভনীয় এই টাকা
কারো জীবন রঙ্গিন করে ঘুরায় ভাগ্যের চাকা।
বিলাসিতার উপভোগে নষ্ট করে রাখা
ধন দৌলতের সমাহার করে তবুও অভাব টাকা।

এতো টাকা বাড়ি পাকা হলোও বা কেমন করে
এতিম ফকির ভেবেই, কপাল ভাঁজ করে।
এমন টাকা দালান কোঠা থাকেনা বেশি দিন ধরে
ফকির থেকে আমীর যখন, আল্লাহ ইশারা করে।

টাকা হলে ভালোবাসার নারী কতো জোটে
ভবিষ্যত অভাব সম্মুখীন, দেখলে পিছু হটে
তাইতো প্রেমের ছলনায় দারুন রটনায় রটে।
টাকা টাকা টাকা, বেশি চাইনা টাকা
সাধ্যের মধ্যে সবটুকু সুখ এটাই মত পাক্কা।

সুন্নতে দৃষ্টি

নুরুল আলম
মিরসরাই ও চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯২

দাড়ি তে যদি তোমার দৃষ্টি, বয়স্ক মনে হয়,
পড়েছো তুমি শয়তানী ধোঁকায়, ঈমানে সংশয়।
ফজরের আজান শোনে, একটু না হয় পর
শয়তানকে কদর তুমি, করেছ তাকে জয়।

সালাম বিনিময় কুশ লাদি, হয় যদি তাতে লজ্জা
সত্যি কি তুমি মুসলমান কেমন অস্থি মজ্জা।

বিয়ে অর্ধেক দ্বীন সুন্নতি সাজগোজ,
হলুদের নামে অপসংস্কৃতি এ কেমন আনন্দ ভোজ
নিত্য নতুন নৃত্য ব্র্যান্ড, হাঁকিয়ে তুলে গ্রাম
নব জীবনের বয়ে আনবে কি শুভ পরিণাম!

সুন্নত বিধান ছেড়ে মান্নতে যায় ছুটে
সন্তানাদি কামনা করে মাজারে কপাল ঠুকে।
অহরহ চলছে প্রতিটি পথে সুন্নতি খেলাপ
স্বজনের মৃত্যুতে বোল ফুটিয়ে আবেগী বিলাপ।

বিদাআতে আমল ফেতনায় প্রায় ও সকল মসজিদ
সংগ্রামী ইমাম বিদায়, ঠাঁই হবে সে, গাইবে যে সমগীত।

হও বলীয়ান ওহে নবীন
জাগ্রত করো নবীর সুন্নাহ।
আমলে নিজেকে সাজিয়ে প্রথম
করতে অন্যকে উৎসাহ।
সুন্নাহের মূল্য বোঝে করছে যারা কাজ
আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত তারা জগতের মাঝ।

আল্লামা সাঈদী

নুরুল আলম
মিরসরাই ও চট্টগ্রাম।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৯২

আমি কেঁদেছি তাঁর শেষ হাসি দেখে
বিশেষ দোয়া ছিল ফজরের মোনাজাতে।
ছিলাম হতভম্ব নিস্তব্ধ, ছিলাম বিচলিত সহে
আসবে কি ফিরে, হয়তো সাড়া দিবে খোদার রাহে।

বেদনা বিধুর অশ্রুসিক্ত দিনশেষে
পড়ে থাকা তাঁর নিথর দেহ দেখে!
যেন বেওয়ারিশ কুড়িয়ে পাওয়া দেহাবশেষ
কেমন ছিল তাঁর চলে যাওয়ার অবশেষ।

হৃদয়ের পাতায় প্রশ্নবিদ্ধ করছে ঘুরপাক
কেউ কি করেছিল কালিমা কর্ণপাত!

হে হুজুর সাঈদী! আপনি ছিলেন সত্যবাদী
দুনিয়ার জেলখানায় যদিও ছিলেন কয়েদি,
খোদার সন্তুষ্টে লক্ষ শহীদের কাতারে আপনিও শহীদি!

অগণিত হৃদয়ের শিরোমণি বেঁচে থাকবে আজীবন
ত্যাগ ভালোবাসা দ্বীনের খেদমতে চির অম্লান।
প্রভুর কাছে যাচি আবেগ আবেদন
দান করুন চিরস্থায়ী জান্নাতের উচ্চ মাকাম।

সন্দেহের সমুদ্র মন্থন

আনাচ বিন হোছাইন
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৯৫

আসন বিন্যাস বসিয়েও চেয়ারটা পাইনি
টেবিলটা নষ্ট হয়ে গেছে!
ধূলায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে
বাতাস ধুলা কে অক্সিজেন দিচ্ছে।

হাত, পা সৃষ্টি হয়েছে! অন্ধকার দেখা দিচ্ছে
ছুটাছুটি করতেছে, ভাবিয়ে ভাবাচ্ছে।
ভেঙে পড়েছে পাহাড়ের দিগন্তের এপার থেকে ওপারে
গৃহহীন হয়ে পড়ে আছে জন জীবন কিংবা শ্রাবণের গ্রিস।

প্রস্ফুটিত ডিঙিয়ে মিত্র অনুরাধা ফুটেছে ধারায়।
ফুটতে ফুটতেই ডুবতে শুরু করেছে ময়লা আবর্জনায়
বীজ এর উৎপত্তি কিনারা থেকে।

গাছের গোড়ালি পর্যন্ত লবণাক্ত পানির আবাস্থল
সূর্য তার গোঁড়ালির দেখা পাচ্ছে না
চিকিৎসা দেওয়ার জন্য।

আমি বীজ এর কথা বলতে চাই নি!
সমুদ্রের কথা ও না!
একটা বীজ রোপণ করতে চেয়েছিলাম, ‘ভালো ভাবে’
সন্দেহ বীজ কে নষ্ট থেকে নষ্টার্থ করতে শুরু করল।

ডুবুরির চেষ্টা

আনাচ বিন হোছাইন

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৯৫

হেলায় হারানো সময়ের কূটনৈতিক সময় গুলো
বেলায় ভাসিয়ে নিয়ে কাঠ ফাটা রোদের তৃষ্ণা অনুর্বরতা।
দুলায় মেশানো কালো ঠোঁট বর্জন বর্বরতায়
মেলায় হারিয়ে পেয়েছি প্রতিকূলের সীমানায়।

দূর থেকে সবুজ তুষারের ন্যায় উদ্যম পাখি
চ্যাচায় চ্যাচিয়ে চলতে চলতে চ্যাচামেচি শুনি।
প্রতিটা মুহূর্ত পর্যন্ত পৃথিবী গভীর ভাবে হাসে
পানিতে ভেসে কেঁদে হাসে। হ্রাসে বিশ্বাসে।

ডুব দেয় কিনারায়! পৌঁছে সীমানায়! নিয়ে যায় আমায়।
অটুট থেকে কটুত্বতায় বাঁচায়, রোদ চশমায়।
রোদ্দুর তীব্রভাবে আক্রান্ত হওয়ার রোগে আক্রান্ত
বেরিয়ে এসেছে সম্ভাবনার সেই গভীর চক্রান্ত।

আলোর পথে দিশা, ঠিক ফুরিয়ে গেছে পথ, বিপদ!
বেরিয়ে দেখলাম জেগে আছে মহা পদ।
রুখতে হবে, আঘাত ছাড়া, আকুল ভাঙা হৃদয়ের মুক্তি পদ।
সু-দিনের হাতছানি দিচ্ছে পরদিন দুপুরে আপদ।

তীব্র উন্মাদনা লালন করি
আসানসোল রাজ্য জয়ের অপেক্ষা ধরি।
সুন্দর ভাষায় পৃথিবী থামায়, থামিয়ে জমায়!
ডুবুরি হয়েও হলো না হওয়া!
শেষ অবধি আমায়।

ঢেউয়ের তালে পানি মাতাল

আনাচ বিন হোছাইন

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৯৫

আগ্রহের গভীরে হ্রদের সীমানা জুড়ে প্রাক্তন উপস্থিত
জড়িয়ে আছে বর্তমান, সামনের ভবিষ্যৎ, পেরিয়ে অতীত।
দিক-বিধিক তৃষ্ণায় রোদের গায়ে আষাঢ়ের স্তূপ
ঝিঝির বৃষ্টিতে মাটি শুকনো ব্যাঙের গোধূলির প্রকোপ।

আষাঢ় পেরিয়ে রোদে ভিজিয়ে গেছে মাটি
তালে মাতাল বৃষ্টি! তুফানে হালকা ত্রুটি।
ঊর্ধ্বতন ধারায় ইতিহাসের ঐতিহ্য সম্বলিত বুলেট
সমুদ্রে পড়েনি বৃষ্টির আকর্ষণ!

পড়তে পারেনি গাছের ছাড়াও!
আমি গিয়েছি; ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছি; শুয়েছি!
আমি আমার স্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি।

ঢেউ তুলে! হৃদ কম্পনে পানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।
সমুদ্র কান্না করছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে!
চারপাশে নিস্তব্ধতা; পানির অবাধ্যতা; ছায়ায় ঠাণ্ডা শীতলতা।

আমি যাব তোমার স্থলে!
ভেঙ্গে ফেলবো গুঁড়িয়ে দিব মশাল;
ঢেউয়ের তালে পানি মাতাল।

প্রাকৃতিক জঙ্গলে আবাসস্থল

আনাচ বিন হোছাইন

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৯৫

সহানুভূতি প্রদর্শন আত্ম তৃপ্তিতে পরিশুদ্ধ
প্রচলন শীল ক্ষুদে ঝরাপাতা অক্ষরে গৃহ যুদ্ধ।
হৃদপিণ্ডের গুহায় আসাম রাজ্যের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ
খোরা পড়া রক্তের মতো রক্তাক্ত ক্ষুব্ধ।

লাল হয়ে মুক্তি প্রদর্শনে আত্মতৃপ্তি জব্দ
জীবন থামাতে উপবাসে মৃত্যুর পথে শব্দ।
আকাশ পথে ভেসে আসে রুদ্ধতার ঢেউ
সন্ধ্যা নামার পর, আধারে ঘুরে বেড়ায় কেউ না কেউ।

মেঘলা, একলা বৃষ্টিতে ভিজে উঠছি পথে
চায়ের চুমুকে লবণাক্ত জিবের জল
বাতাসে বাড়ে প্রচুর মনোবল
মুখে পানি, চুখে টলে টলমল।

সহ্যশক্তি অসহ্য কর তীরের বীরত্বের বীরে
বকের স্থলে ভিজাই নীড়ে, ফেরার ঘরে
মায়াময় আবহাওয়া প্রতিশ্রুতির জলে ধীরে ধীরে
ফিরে আসার ব্যস্ততার বনবাসীর তীরে।

সুরের বাঁশি, প্রবল হাওয়ায় পৃথিবী হীন দূরে
গাছ গাছালির মাঝ পথে ঘুরে
সেই দিনেই আসবো ফিরে
পরিচিত হীন জঙ্গলের নীড়ে।

স্বাধীন দেশকে ভূতে ধরছে

আনাচ বিন হোছাইন

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৯৫

মৃত্যু কিংবা টক্কর
স্বাধীন নয়তো নগ্ন নারী মূর্তি টি-শার্ট
তৃষ্ণায় ধুঁকছে পথহারা বৃষ্টিস্নাত জীবন।

ঠোঁট বিশ্লেষণ করলেই আকাশের
পথের পথিক পাওয়া যাবে।
ড্রাগন ফল তেমন মিষ্টি না! চিনির চেয়ে।
বস্তির মালিক, ফকির হয়ে গেছে।

নিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিলাম কলা গাছ হয়ে
রোদের ঝড় টালমাটাল অবস্থায় কিনারা যুক্ত।
অন্ধকারে গাছ পুড়ে যায়!
বানর পথে এসে পড়তে বসে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি এক মাথা নষ্ট ব্যক্তির কাছে
দেশকে ভুতে ধরছে।
চেয়ে আছি পথে বসে
ফকির আমার কাছে, আমি মিসকিনের কাছে।
আমি মারা গিয়ে স্বাধীন,
পরাধীন ঘুর পাকাচ্ছে আশে পাশে।

স্বাধীনতা তুমি জবাব দাও

মোঃ সাগর ইসলাম মিরান

গলাচিপা, পটুয়াখালী।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৯২

স্বাধীনতা তুমি কী শুধুই
বড় সাহেব এর নিরাপত্তা কর্মী?
ধনীদের অধিকার ন্যায্য ঠিকি
মুটে, মজুরের কেন, ব্যতিক্রমী?

স্বাধীনতা তুমি কী শুধুই
থাকবে বইয়ের পাতায় মলাটবদ্ধ।
সারা দেশে অন্যায় অত্যাচারের চিত্র
আইন, শাসন কেন, আজ অবরুদ্ধ।

হে স্বাধীনতা, তুমি কার?
তোমায় পাব বলে, জীবন দিয়ে দুর করেছি রাজাকার।
আজ তোমাকে পাওয়ার পরেও
গরিব, দুঃখীর মনে কেন? হাহাকার!

তোমায় পাবার আশায়, কত নারী পতি ভূলে
গোসল দিয়েছে সিদুর জলে।
কত বিরহী ছেড়েছে প্রেমিক, ত্যাগ করেছে প্রেম
আজ তুমি বন্দী কেন, স্বৈরাচারীর ফ্রেম।

কৃতি, সনদ পায়নি কভু, ছিল যিনি পাছে
গোপন তথ্য বহন করতে, প্রাণটি ঝড়ে গেছে।
যুদ্ধ করলো, রক্ত ঝড়ালো, পায়নি কো তার দাম
ইতিহাসে লেখা হয়নি, কোথাও তার নাম।

স্বাধীনতা তুমি এসেছিলে কী, এই ইতিহাস গড়তে?
বীর ভূমিতে জন্ম নিয়েও, ভয় হবে কথা বলতে।
তোমার কী, এই ছিল কথা?
স্বৈরাচারীর ভয়ে আজ, নত কেন মাথা।

স্বাধীনতার স্থপতি

সাবিহা শবনম

নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০২৩৪

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি একটি নাম
বঙ্গবন্ধু তোমার উপাধি শেখ মুজিবুর রহমান।
শৈশব থেকেই ছিলে তুমি সহপাঠীদের প্রিয়তম
শতবর্ষেও তুমি আছো সবার হৃদয়ে
হয়ে অনন্য, অন্যতম।

ঘুমন্ত বাঙালিকে জাগিয়ে তুলেছো
নিজেকে করেছো বিসর্জন
আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ
মূলত স্বাধীন বাঙলা
এটাতো তোমারই অর্জন।

তুমি হারিয়ে জেগে আছো বাঙলার বুকে
তুমি সর্বস্ব হারিয়ে রেখে গেছো মোদের সুখে
খুঁজি তোমায় যেখানে তাকাই
নাই তুমি নাই;
আমি বলি আছো তুমি মিশে
সমস্ত বাঙলায় পদ্মা, মেঘনা, যমুনায়।

ফের যদি কখনো কোনো হানাদার
ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙলায়
আমরা কি খুঁজে পাবো তোমায়?
কিন্তু তোমার বজ্রকণ্ঠের ধ্বনি স্মরণ করে
দেহের রক্ত গরম করে
পরাস্থ করবো হানাদার।
নিরীহ বাঙালির একফোঁটা রক্ত
ঝড়াতে দেবো না আর।

স্বদেশ

হা.ক্বারী মঈন উদ্দিন
কানাইঘাট, সিলেট।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৭৮৪

ভোর প্রভাতে পাখির গুজন
মোরগের ডাকাডাকি,
সালাত আদায় করতে বলে
খুলতে দুটি আঁখি।

এই জমিন আর ঐ আসমান
সবই প্রভুর সৃষ্টি,
যতটুকুই যায় বা না যায়
আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি।

আমার দেশের স্নিগ্ধ বাতাস
অপরূপ পরিবেশ,
যার গুণগান গেয়ে কভু
করা যাবেনা শেষ।

মন মাতানো দৃশ্য দেশের
চোখের খোরাক দেয়,
বিকেল বেলা ঘুড়তে গেলে
মনটা কেড়ে নেয়।

সোনার ফসল ফলে স্বদেশে
রূপে গুণে বেশ,
সোনার থেকেও দামি আমার
সোনার বাংলাদেশ।

দুনিয়াতে এতো মানুষ
এতো জায়গা ছেড়ে,
তার বসতির স্থান নিয়েছে
আমার হৃদয় জুরে।

রক্ত রাঙা ফুলে

নিকুঞ্জ সূত্রধর
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৬৫৪

বাংলা আমার মাতৃভাষা
মোদের দেশের ভালোবাসা
শান্তি আসে প্রাণে,
সবার মুখে মিষ্টি হাসি
ফুল ফুটে যে রাশি রাশি
ভরে ফুলের ঘ্রাণে।

ফেব্রুয়ারির একুশ জানি
শ্রদ্ধা করে সবাই মানি
সুখের পরশ লাগে,
মোদের সোনার দেশটা গড়তে
বাংলা ভাষা রক্ষা করতে
দামাল ছেলে জাগে।

আত্মত্যাগের ফাগুন মাসে
বছর ঘুরে ফিরে আসে
রক্ত রাঙা ফুলে,
তাদের স্মৃতি রাখবো ধরে
বাংলা ভাষা হৃদয় বরে
ক্যামনে যাব ভুলে।

ডেঙ্গু

শ্যামল চন্দ্র রায় (শঞ্জু)
দেবীপুর, ঠাকুরগাঁও সদর।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮২৪

ডেঙ্গু আসে তেড়ে, বাংলাদেশে গ্রীষ্ম-বর্ষা এলে,
এডিস মশা ডিম দেয়, ৩/৪ দিনের পরিত্যক্ত স্বচ্ছ জলে।
ডাবের খোসা, ফুলের টবে, টায়ারে জমে থাকা জলে,
এসব জায়গায় ডেঙ্গু বাহী এডিস মশার প্রজনন চলে।

কিশোর কিশোরী হলেও ডেঙ্গু কে করতে পারি রোধ,
যদি জ্ঞান বুদ্ধি আত্ত চেতনা শক্তির বাড়াই বোধ।
পড়াশোনার পাশাপাশি ঘর-বাড়ি রাখবো পরিষ্কার,
শুধু আমাদের সবার মন মানসিকতার দরকার।

এডিস মশা বেশি কামড়ায় সকাল আর সন্ধ্যায়,
সজাগ থাকবো এমন সময় নিজের সুরক্ষার।
কাজ ছাড়া যাবো না বাইরে, থাকবো নিজের ঘরে,
প্রয়োজনে যদি যেতেই হয়, যাবো বড় কাপড় পরে।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে টাংগিয়ে দেবো মশারী,
ডেঙ্গু বাহি এডিস মশার সাথে করবো না বাহাদুরি ।
ডেঙ্গু হলে অতিরিক্ত জ্বরে কারো হয় বমি বমি ভাব,
কখনো আবার দেখা দেয় নানান রকম প্রাদুর্ভাব।

জ্বর হলে ডাক্তার দেখাবো একটুও দেরি না করে,
দ্রুত চিকিৎসা নিলে সুস্থ হয়ে ফিরবো যে ঘরে।
ডেঙ্গু ও যে মরন ব্যাধি অবহেলা করো না আর,
নতুবা ভুলের মাশুল দিতে হবে তোমাকেও তাহার।

পরিষ্কার রাখতে হবে আমাদের বসত বাড়ির চারপাশ,
জীবাণু নাশক ছিটাতে হবে, যত্রতত্র ফেলবোনা ফলের আঁশ।
এডিস মশার বংশ ধ্বংস করবো, এই হোক সবার পণ,
তাহলেই ডেঙ্গু জ্বর থেকে সুরক্ষা থাকবো আমরা সারাক্ষণ।

রচনার তাং- ২৮/০৭/২০২৩ইং

রবি

শ্যামল চন্দ্র রায় (শঞ্জু)
দেবীপুর, ঠাকুরগাঁও সদর।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮২৪

পুর্ব আকাশে দেখো ঐ
রবি একটু একটু ফুটেছে,
কিচিরমিচির পাখির ডাকে
চাষার ঘুম ভেঙ্গেছে।

লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে চলে
হাতে গরুর দড়ি,
আধা বিঘা জমি চাষতে চাষার
দমে যায় বাহাদুরি।

এ যে ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর
কৃষাণ-কৃষানী'র খেলা,
বিংশ শতাব্দীর পাওয়ার ট্রলির
দু'বিঘা জমি লাগে সকাল বেলা।

দাদুর কালে অভাব ছিলো
বাবাকে গেছেন বলে,
মোদের বাবা মধ্যে বিত্ত
শিক্ষিত করে গেলেন চলে।

রচনার তাং- ১৯/০২/২০২৪ইং

মধ্যবিত্ত

মোঃ আনোয়ার হোসেন

ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮২৩

বিধ্বস্ত সেই আঠারো থেকে আজও অশ্রুসিক্ত,
নিরব তুমি!
তুমি অভিনয়ের বিবেক মঞ্চে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।
মধ্যবিত্ত!

তুমি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন নও।
তুমি অগ্নিঝরা, অগ্নিশিখার উপর বয়ে চলা
এক ভাঙা হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস।
তুমি পাবে না জেনেও সে কি আপ্রাণ চেষ্টা!
মধ্যবিত্ত!

তুমি ব্যথিত, নিলন্ত প্রতিক্ষা অনিবৃত্ত তোমার
দুঃস্বপ্ন আর কিছু বীভৎ কালো রাত।
তুমি দুর্গম সাহসী উদ্ভ্রান্ত
তীক্ষ্ণ বৌদজ্জ্বল অপরাজিত প্রভাত।
তুমি শিকল পড়া যুবকের কিছু মিথ্যে হাসি,
কখনো নিস্তব্ধ নিথর বয়ে চলা নদী।

তুমি জ্যোৎস্না রাত, চাঁদ কিংবা মিথ্যে প্রেমের কবিতা নও!
তুমি বেলা শেষে অবেলায় ধূলো মেখে ঘরে ফেরার বাস্তব গল্প।
তুমি নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, প্রতিবাদী, তবে নিষ্ঠুর স্বার্থপর নও!
মধ্যবিত্ত!

তুমি পোড়া রোদ্দুরে হেঁটে চলা এক ক্ষুধার্ত পথিক।
তুমি কৃষ্ণচূড়া, কাশফুল কিংবা রাঙ্গা গোলাপ নও!
তুমি শ্লোগান, তুমি শপথ! তুমি সংগ্রামী!
অবশেষে তুমি এক বিধ্বস্ত জিবন প্রান্তরে মহাবিজয়ী।

রক্তে কেনা বাংলাদেশ

চাইহ্লাপ্রু খেয়াং

বান্দরবান সদর, বান্দরবান।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৪

হাতে অস্ত্র তুলেছি লড়াই করতে
হাতে হাত রেখেছি মোরা,
শত্রু জাতি করবো ধ্বংস
উঁড়াবো শান্তির পায়রা জোড়া।
দেশটা আমার রক্তে কেনা
ত্রিশ লক্ষ শহীদের,
যুদ্ধে যারা সাহস দিয়েছিলো
লক্ষ-কোটি সালাম জানাই সেই মা-বোনদের।
শত্রু মোদের হানা দিয়েছে
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা করতে,
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
অন্যের ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হোক
পারবো না ভাই মানতে।
রফিক, সালাম, বরকত প্রাণ দিয়েছিলো
ভাষার মান দিয়েছিলো ভাষা আন্দোলন,
বাঙ্গালীর তবু শান্তির ঘুম হয়নি
বুকে সাহস যুগিয়েছিলো মুজিব ভাষণ।
রাজপথ রক্তে রাঙ্গানো
চারদিকে স্বজনদের আহাজারি,
সাহসী যুবক ছুটেছে যুদ্ধে
বাবা-মায়ের বুক হচ্ছে খালি।
শত্রু সেনা হোক বলবান
শির হবে নাকো নত,
নিঃশ্বাস যত চলবে দেহে
শত্রু সেনাদের করবো ক্ষত-বিক্ষত।
দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে
পেয়েছি আমরা স্বাধীন আলো,
প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া দেশটাকে
বাসি অনেক ভালো।

প্রিয় নদী

চাইহ্লাপ্রু খেয়াং

বান্দরবান সদর, বান্দরবান।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৪

গ্রামের পাশে আমার এই ছোট্ট নদী
এই প্রিয় নদীটির নাম চেঙ্গী,
বর্ষাকালে ভরা নদীতেও
একলা একা ডিঙ্গি।
বালু বালু খেলেছি এই নদীর পাড়ে
এই নদীর কাঁদা গায়ে মেখেছি কত,
এই নদীর পাড়েই দূরন্তপনা
এই নদীর পাড়ে বসে স্বপ্ন বুনেছি শত শত!
আঁকা-বাঁকা আমার এই নদী
কোথাও একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে,
খেলতে যখন আসতাম পাড়ে
ভুলে যেতাম ফিরতে ঘরে।
মায়ায় ভরা প্রিয় নদী
বাসতে শিখিয়েছে ভালো,
পূর্ণিমাতে ভরা চাঁদে
নদীর বুকে খেলে আলো।
নদীর ধারে কাঁশবন যেথায়
ডানা মেলতাম কত পাখির মতো,
একটু দূরে সেই খেলার মাঠ
খেলতে খেলতে সন্ধ্যে হতো।
বড় হয়েছি এই নদীর পাড়ে
ভাঙ্গতে-গড়তে শিখেছি তার কাছেই,
হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধতে শিখেছি
ভালোবাসতে শিখেছি তার কাছেই।
থাকিই যত দূর দূরান্তে
চোখে ভাসে প্রিয় চেঙ্গী নদী,
একটুখানি মিললে সময়
প্রিয় নদীতে ডুবতে ছুটি।

বেকার ছেলে

চাইহ্লাপ্রু খেয়াং

বান্দরবান সদর, বান্দরবান।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৫৬৪

শূণ্য পকেটে পথে ঘুরি
বুকে হাজারও স্বপ্ন বুনে,
অভিজ্ঞতা আছে ভাই, টাকা নাই!
দিন কেটে যায় হাজারো আহাজারি শুনে।
শিক্ষার মান বেড়েছে দেশে
দেশ হয়েছে উন্নত,
অটোপাশ দিয়ে কি হবে ভাই?
সে শিক্ষা হয় নাকো মানসম্মত।
চাকরির আশায় ঘর ছাড়ি রোজ
বাবা-মায়ের মুখে ফোঁটাতে হাসি,
সারাদিন এ অফিস ও অফিস ঘুরিফিরি
সন্ধ্যে হলে ঘাম ঝড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসি।
বেকার জীবন ভাই অনেক বোঝা
যে বেকার সেই বুঝে,
রাতের মতো দিনের আলোও কালো তার
মৃত্যু যেনো তাকেই খোঁজে।
বেকার বলে কেউ দেই না দাম
প্রিয়জনেরাও যায় চলে,
সম্পত্তি আর টাকার কাছে ভালোবাসা বিক্রি হয়
অনেক বছরের সম্পর্কও যায় ভুলে।
বেকার হলে পরিবারের বোঝা
বাবা-মায়ের কুলাঙ্গার সন্তান,
রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়ালে
সমাজে কই গলির মাস্তান।
বেকারত্বকে দূর করতে হলে-ঘুষকে না,
দেশকে গড়তে হবে দূর্নীতি মুক্ত;
তবেই সব মেধা পাবে নিজ দাম
দেশের অবস্থা হবে আরও শক্ত।

বাংলার বিজয়

দেলোয়ার হোছাইন
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০২৮৪

দানে কিংবা অনুদানে নয়,
রক্তের বিনিময়ে বাংলার বিজয়।

ভোলা যায় না কখনো ইতিহাস,
মিথ্যার বিনাশে সত্যের হয় প্রকাশ!

বিজয়ের স্বাদে তখনই পূর্ণতা,
প্রতিষ্ঠিত হয় যখন মানবতা।

বিশেষ কোন গোষ্ঠী কিংবা শ্রেণী নয়,
সবার সাথে সু-সম্পর্কে মানবতার জয়!

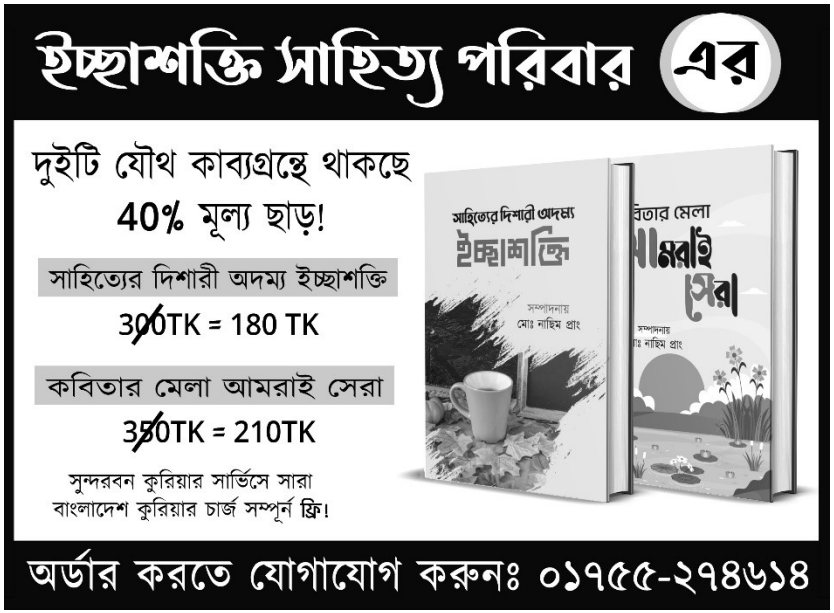

বিজয় ভাবনা

দেলোয়ার হোছাইন
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০২৮৪

বীর বাঙ্গালীর গৌরব গাঁথা পরিচয়,
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় বিজয়।
বিজয় মানে, বাঙ্গালী মোরা পরস্পরে স্বজন,
বিজয় মানে, নয় মানুষে মানুষে বৈষম্যমূলক আচরণ।

করতে পারলে নিজেদের মানসিকতার উন্নয়ন,
হয় না কখনো তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন।
শহীদগণের রক্তের দাম দিতে হলে,
স্বাধীন ভাবে বাঁচবো মোরা ভেদাভেদ ভূলে।

দেবো না দোষ চাপিয়ে অন্যের ঘাড়ে,
দেশ ও দশের স্বার্থে গড়বো দেশ পরস্পরে।
পারস্পরিক আলোচনায় ভুল ত্রুটির সমাধান,
দেশ ও দশের জন্য বয়ে আনে কল্যাণ।

আমি বিজয় দেখেছি

আব্দুল হাইয়্যুল
কেন্দুয়ার কেন্দুয়ার
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০১৭৩

আমি বিজয় দেখেছি, চুয়ান্ন যুক্তফ্রেন্ট এর নিবার্চনে
আমি বিজয় দেখেছি, ছাপান্ন শাসনতন্ত্র আন্দোলনে
আমি বিজয় দেখেছি, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে
আমি বিজয় দেখেছি, মুক্তির সনদ এর দফাতে ।

আমি বিজয় দেখেছি, গনঅভ্রুস্থানে মিছিলে
আমি বিজয় দেখেছি, বঙ্গবন্ধুর অগ্নিঝরা ভাষণে
আমি বিজয় দেখেছি, কালো রাতের রক্তের স্রোতে
আমি বিজয় দেখেছি, মুক্তিকাহিনী কোটি বাঙ্গালির শপতে।

আমি বিজয় দেখেছি, একাত্তরের মহান মুক্তিযোদ্ধে,
আমি বিজয় দেখেছি, নিরীহ মানুষের বুলেট বিদ্ধবুকে,
আমি বিজয় দেখেছি, পাকসেনাদের চুর গ্রেনেডে,
আমি বিজয় দেখেছি, অসহাই মায়ের আহাজারি আর্তনাথে ।

আমি বিজয় দেখেছি, বোনের সম্মান হারানোতে
আমি বিজয় দেখেছি, ভাইয়ের তাজাপ্রান হারানো মাঝে
আমি বিজয় দেখেছি, স্ত্রীর শোকান্ত ঝরার মাঝে
আমি বিজয় দেখেছি, মাতার লাশে অবুজ শিশুর হামাগুড়িতে।

আমি বিজয় দেখেছি, উজ্জীবিত জয় বাংলা শ্লোগানে
সে বিজয় এসেছে এই দেশে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
এ বিজয় অর্জিত হয়েছে, ত্রিশ প্রাণের দামে
এ বিজয় হয়েছে মহান, লাখো স্বজনের চরম ত্যাগে।

ইচ্ছাশক্তি

মোঃ জুবায়ের শেখ
জাহানপুর, চরফ্যাশন, ভোলা।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮১৪

সত্যের কলম নিয়ে
ইচ্ছাশক্তি এগিয়ে চলে।
মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে
সত্যকে প্রকাশ করে।
সাহিত্যিকদের নতুন দ্বারা
ইচ্ছাশক্তি'র পথে চলা।

ইচ্ছাশক্তি ছড়িয়ে দিবে
আলোর বাহার,
দূর হবে আঁধার।
শিখাবে জ্ঞান, হবে মহান।
জানাবে সত্য, যা হবে তথ্য।

গড়াবে সাহিত্যিক
পাবে আলোর প্রতিক।
আসুন সবাই সামনে চলি
ইচ্ছাশক্তি'র হাত ধরি।
ভবিষ্যত উজ্জ্বল করি
সুন্দরমত জীবন গড়ি।

ফেসবুক

মোঃ জুবায়ের শেখ

জাহানপুর, চরফ্যাশন, ভোলা।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮১৪

রাতের পর রাত আর দিনের পর দিন
ফেসবুক রাখল আমায় করে তার অধিন।

সময় মত ঘুম নেই নেই আর খাওয়া
ফেসবুক কেড়ে নিল জীবনের সব চাওয়া।

লাইক কমেন্টের আশায় আমি থাকি সারাক্ষণ
এভাবেই ধ্বংস হলো আমার এই জীবন।

দিন দিন শুকিয়ে হচ্ছি মোরা কাঠ
মুখের চাপা গর্ত পড়ে বের হচ্ছে দাঁত।

মেসেঞ্জার নামে আবার আছে মহাপাপ
সারাদিন ব্যস্ত রাখে মাথায় রাখে চাপ।

মেয়ের আইডি দিয়ে ছেলে করে তামাশা
মেয়ের পরিচয় ভাগিয়ে নেয় টাকা পয়সা।

এই হলো ভাই ফেসবুক মোদের দেশেতে
তাই দেশের প্রজন্ম হচ্ছে বড় নিজের বেশেতে।

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ

মোঃ নাছিম প্রাং

সিংড়া, নাটোর।

ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০০০১

রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ,
আমার মাতৃভূমি, সবার মন খুলে দেশ।
সন্তানেরা মুখে সোনা হাসি,
শেখানো মানুষের সকল কাজী।

ভাষা আমার গর্ব, সংস্কৃতি উজ্জ্বল,
আমার প্রাচীন ঐতিহ্য অমূল্য মূল্যবান।
সোনার বাংলা, দেশের সমৃদ্ধির আবেগ,
প্রতিটি মনে বাজে শ্রেষ্ঠ গীতের সুর।

ঘন্টাঘরে বাজে স্বাধীনতার ধ্বনি,
জঙ্গি দলাতংকে মিটাতে সময়ী শুনি।
প্রতিটি বন্ধু এক আদরে ভরা,
সোনার বাংলার মধ্যে আমার হৃদয় ধরা।

মাটির ধূসর, আকাশে নীল,
সবুজের জমিতে বিহ্বল মনের মিল।
সোনার বাংলাদেশ, স্বপ্নের মতো সুন্দর,
আমার জীবনের একমাত্র প্রাণের অন্ধকার।

হলুদ ফল দেশে আমি গর্বিত, জানি,
রক্তে কেনা সোনার বাংলাদেশ অমর মানি।
আমার জীবনের সকল সুখে দেশের মৌলিক,
সোনার বাংলাদেশে মর্ম আমার নির্বাসিত।

অসহায়দের পাশে দাড়াই

মোঃ নাছিম প্রাং
সিংড়া, নাটোর।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০০০১

অসহায়ের কাছে যত্ন নেওয়া,
মানুষের নিঃসৃতি মেটানো,
প্রেমের আলো ফিরে দেওয়া,
অসহায়ের দুঃখে কান্না বহুল পাওয়া।

কারো অসহায়তা না জেনে,
হৃদয়ে সান্ত্বনা না আসলে,
তার পাশে থাকা, সমর্থন করা,
মানুষের হিসেবে মানুষের দায়িত্ব মেনে চলা।

অসহায়ের কাছে প্রেম ও সহানুভূতি,
তার দুঃখের মিলনসার কামনা,
আলো বিকাশে যোগ দেওয়া,
অসহায়ের জীবনে একটি সাথী হওয়া।

অসহায়ের কাছে শিক্ষা দেওয়া,
পথ প্রদর্শন করা, হাত বাড়ানো,
সহায়তা কর তার উন্নতির দিকে,
অসহায়ের সঙ্গে একটি নতুন সময় কাটানো।

অসহায়ের মধ্যে আলো ছড়িয়ে দেওয়া,
প্রেমের বাঁধন তুলে নেয়া,
দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা হাসি বোনা,
অসহায়ের কাছে একটি মানুষ হওয়া।

মাহে রমজান

মোঃ নাছিম প্রাং
সিংড়া, নাটোর।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০০০১

রমজানের মহিমা অমৃত,
শুরু হলো একটি আমন্ত্রণের সৃষ্টি।
সে শহরের সম্মান, মানুষের আনন্দ,
সমাহিত হয়ে আসছে সাগরের তীরে।

সময় মুহূর্তের মতো পরিণত,
রমজানের ধারাবাহিকতা জীবনের সাথে।
দুঃখ ও আনন্দের এক সাথে মেলা,
মানুষের হৃদয়ে উজ্জ্বলতা ছড়াতে।

রমজানের মাস এক প্রেমের মতো,
সম্মানে আর আদরে রমজান পাওয়া।
পরিশ্রমের সাথে সহকারী সময়,
আবার এসে গেলো মৃত্যুর আদেশ পাওয়া।

রমজানের অধ্যুত্থানে পাওয়া,
মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত এক শক্তি।
ধর্মের সাথে সংগঠন, রমজানের মাধুর্য,
একসাথে মিশে গেলো আল্লাহর বার্তা।

রমজানের সমাপনে পাওয়া,
সম্মানের আর আদরের এক প্রতিষ্ঠা।
দোয়ার সঙ্গে মিলে গেলো শক্তি,
সমৃদ্ধিতে উঠে আসল মানুষের জীবন।

রমজানের প্রতিটি ঘড়ে পাওয়া,
এক আত্মীয়ের অধিকার।
শান্তি, সম্মান, প্রেম, ধর্ম,
রমজানের প্রতিটি মুহূর্তে সত্যি।

খুশির ঈদ এলো

মোঃ নাছিম প্রাং
সিংড়া, নাটোর।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০০০১

ঈদের সকালে উঠে নীরবতা শহরে,
আলো ছড়িয়ে নিয়ে আসছে সুখের সংবাদ।
হৃদয়ে উৎসবের আবেগ, হাসির সাথে মিলে,
এলো একটি নতুন ইতিহাস রেখে যাব।

সেই ইদের মুখে মৃদু স্বরে,
স্নেহের গান সুরে উঠছে আকাশে।
আনন্দের বন্ধন মেলে গড়ছে হৃদয়ে,
সবাই একসাথে হাসছে এই শুভ দিনে।

মানুষের হাসি, প্রেমের সুর,
একত্বের মেলা, সমৃদ্ধির সৃষ্টি।
ঈদের এই উৎসবে সবাই এক,
একত্রিত হলো সকলে বন্ধু ও ভাই।

শেষ হলো দুঃখের রাত, এসে গেলো সূর্য,
এলো একটি নতুন দিন, নতুন আলো।
ঈদের দিনে প্রেম ও শান্তি,
সবার মনে ছড়িয়ে দেওয়া হাসির মোহন ছবি।

ঈদের শুভ সকালে সবাইকে জানাই,
ঈদের সাথে মিলিয়ে প্রেম ও শান্তি নিয়ে আসুন।
আল্লাহর দু'আ আমাদের উপর,
এই ঈদে সবাইকে ঈদ মোবারক।

জননী দিয়েছে ডাক

তপন কুমার ঘোষ
মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০৮২৬

জননী দিয়েছে ডাক! উঠনা জেগে তোরা,
বলনা কবে খুলবে এই বন্ধ ঘরের তালা।
মায়ের ক্রন্দন সইবে না আর সাহসী সন্তানেরা,
মুক্ত এবার করবে মাকে শপথ নিলো যারা।

বললো ডেকে বাঙালি জাতি ভয় পেয়ো না মাতা,
মুক্ত তোমায় করব মোরা আনবো স্বাধীনতা।
অস্ত্র হাতে তুললো সবাই দিলো মুক্তির ডাক,
গর্জে উঠলো ঘাতকের বুলেট ঝড়লো কত প্রাণ।

সন্তানদের এই মৃত্যু দেখে দিশে-হারা হয়ে মাতা,
বললো এসব বন্ধ করো চাইনা স্বাধীনতা।
মায়ের অশ্রু যায়নি বৃথা রক্তে হলো লেখা,
স্বাধীন হলো বাঙালি জাতি, স্বাধীন বঙ্গমাতা।
নতুন সূর্য উঠলো মোদের ফুটলো মুখে হাঁসি,
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

শহীদ-প্রীতি

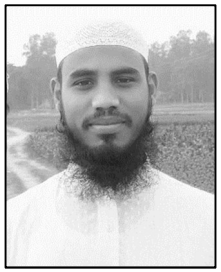

বেলাল হোসাইন
ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০১৮৫

লাখ শহীদের রক্তে কেনা
সোনার বাংলা দেশ
পরতে পরতে রক্ত গন্ধ
আজও হয়নি শেষ।

সদাসর্বদা শহীদ-প্রীতি
করি গো লালন বুকে
দিবসহীনা বাসি গো ভালো
দুখে থাকি কিবা সুখে।

রুধির মাখা মলিন জামা
আজো মায়ে যায় শুঁকে
বীভৎস ঐ লাশ স্মরণে
বারেবারে জড়া বুকে।

দীর্ঘ সময় জিহাদ করে
বাঁচাতে দেশের মান
মায়ের মুখে হাসি ফুটাতে
করেছে জীবন দান।

খুন বদলে নিরীহ জাতি
পেয়েছি স্বাধীন ভূমি
দেশ প্রেমে যে প্রাণ সঁপেছে
তারই চরণ চুমি।

কোটি প্রাণের হৃদয় জুড়ে
থাকবে প্রীতি চিরকাল
তাদের স্মৃতি ধারণ করে
ধরবে জাতি ভাবী-হাল।

বসন্তকাল

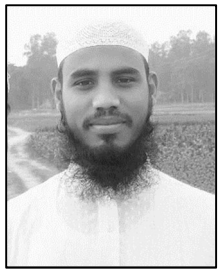

বেলাল হোসাইন
ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।
ইচ্ছাশক্তি আইডি নং- ০০২০২২০১৮৫

বসন্তকাল রূপের ডালি
আনলো মোদের দেশে
কান্তি ছড়ায় চারিদিকে
মহাম্বরে ভেসে।

বিটপীরই বিটপ বৃন্তে
থাকে প্রসূন ঝুলে
মধু সৌরভ ছড়ে পড়ে
মক্ষিকাদের কুলে।

শিমুল শাখে কোকিল ডাকে
লালচে ফুলের মাঝে
পরিযায়ী খেচর নাচে
নভোমন্ডল সাজে।

ঝিরিঝিরি হিম সমীরণ
বয় যে ধরা জুড়ে
ফাগুনেরই আম্র-মুকুল
দোলে বৃক্ষে পুরে।

বসন্ততেই প্রকৃতিতে
প্রেম শিহরণ জাগে
পাতা ঝরে পাতা গজে
ছোট-বড় বাগে।